NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ এই বঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে — প্রায় ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ইতিহাসের কান্না

দুই হাত নেই, তবু আমিরের ব্যাটিং দেখে মুগ্ধ শচিন তেন্ডুলকর ৮

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ ২৮ পৌষ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.1.2024, Vol.17, Issue No. 213, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সন্দেশখালি নিয়ে রাজ্যকে কড়া বার্তা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিকাণ্ডে রাজ্যের ভূমিকায় বিরক্ত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ঘটনার পর ৯ দিন হল, অথচ এখনও শাসকদলের নেতা শেখ শাহজাহানকে ছুঁতে পারেনি পুলিশ। তিনি কোথায়, জানেই না প্রশাসন। দিন দুই আগে গাড়ির ডিকি খুলে তাঁকে খুঁজতে দেখা গিয়েছিল পুলিশকে। বিরোধীরা শাহজাহান প্রসঙ্গে যখন সুর চড়াচ্ছে, তখন রাজ্যপাল বোসের গলাতেও উষ্মার সুর। এদিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'এখন রাজ্য সরকারের অ্যাকশন নেওয়া উচিত। কোনও অজুহাত দেখানো উচিত নয়। আইনশৃঙ্খলার অবনতি এবং খারাপ জিনিসকে বন্ধ করতে না চাওয়া কখনওই সহ্য করা হবে না। সংবিধান রয়েছে, আদালত রয়েছে এবং রাজ্যপাল রয়েছেন। আইন অনুযায়ী যা করার করা হবে।' এদিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'কে কালপ্রিট সকলেই জানে। যদি না ধরা যায়, কেন ধরা যাচ্ছে না, সর্বসমক্ষে বলা হোক। সত্যি বলা হোক। অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাজ্যপালের এই মন্তব্য। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও তাঁর মনে যে প্রশ্ন রয়েছে, এদিনের বক্তব্যে তা প্রচ্ছন্ন।

'আমি সবটা জানি, সব বলবো', শুভেন্দুকে তোপ সুজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার টানা ১৪ ঘণ্টা তল্লাশি চলেছে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে। আধিকারিকরা তাঁর মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তের স্বার্থে। গোটা ঘটনা ঘিরে শুক্রবার টান টান উত্তেজনা ছিল গোটা শ্রীভূমিতে। শনিবার সকালে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ীই গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে রওনা দিলেন মন্ত্রী। যাওয়ার আগে আরও একবার রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন তিনি। শুক্রবার সকালে সুজিত বসুর বাড়িতে তল্লাশি চলছিল, তখন শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। শীতের জামা ব্যাগে রেখে দিন।' আর সেই প্রসঙ্গেই এবার শুভেন্দুকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন সুজিত বসু। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে সুজিত বলেন, 'আমি গঙ্গাসাগরে যাচ্ছি আজ। ওখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তাই শীতের পোশাক নিয়েছি ব্যাগে। আর বাকিটা আমি যা বলব, গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে এসে বলব।' তিনি আরও বলেন, 'প্রথম কথা হচ্ছে, অর্ধশিক্ষিতদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। আমি কারোর পরিবার নিয়ে বলি না। কিন্তু ওদের পরিবারটাকে দেখুন। আয়নার নিজের মুখটা দেখুন। ও কী করেছে, আমি সবটা জানি। বলবো না? বলবো, সবটা বলব। আমি সবটা জানি। সবটা বলবো।' কার্যত এই কথা শুক্রবার ইডি আধিকারিকরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই বলেছিলেন সুজিত বসু। তিনি বলেন, 'আমি ইডি আধিকারিকদের কোনও দোষ দিই না। কিন্তু শুভেন্দু কী করেছেন, এখন বড় বড় কথা বলছেন। ও নিজে আগে নিজের মুখটা আয়নায় দেখুন। আমি তো সবটা জানি। চুরি করেছি বলেই অন্য দলে গিয়েছেন।'

মমতার প্রস্তাবেই সিলমোহর

'ইন্ডিয়া'র চেয়ারপার্সন করা হল খাড়গেকেই

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি: বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে চেয়ারপার্সন করা হল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। এর আগে মোদির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে খাড়গের নামই প্রস্তাব করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাতে সম্মতি দিয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার আহ্বায়ক হিসেবে সেই খাড়গেকেই বেছে নেওয়া হল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবেই মান্যতা দেওয়া হল।

শনিবারের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল এক জনকে আহ্বায়ক বা চেয়ারপার্সন ঠিক করা। এ ব্যাপারে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নাম নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছিল গত কয়েক দিন ধরে। কিন্তু সূত্রের খবর, নীতীশের নাম প্রস্তাবিত হলেও, তিনি অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি খাড়গেকেই চেয়ারপার্সন করল 'ইন্ডিয়া'।

শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দেয়নি বাংলার শাসকদল তৃণমূল। তবে চেয়ারপার্সন হিসাবে খাড়গের নাম প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বললেন, 'এটাই তো আমাদের নেত্রী মমতা বলেছিলেন। তা হলে এত দিন ধরে জলঘোলা করে লাভ কী হল?'

শুক্রবার সন্ধ্যায় জানা যায়, 'ইন্ডিয়া'র ভার্চুয়াল বৈঠক হবে শনিবার। রাতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে যোগ দেবেন না। কারণ, আগাম বৈঠকের কথা জানানো হয়নি। এমনকী 'ইন্ডিয়া'র সমন্বয় কমিটির সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও শনিবারের ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগ দেননি। সূত্রের খবর, বৈঠকে নীতীশের নাম প্রস্তাব হলেও তিনি বলেন, কংগ্রেসের কেউ এই দায়িত্ব নিক। তার পরেই খাড়গের নামে সিলমোহর পড়ে।

জানা গিয়েছিল, শনিবারের বৈঠকে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু তার যে খুব অগ্রগতি হয়েছে তেমন খবর নেই। বরং, যেখানে বিষয়টি দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই রয়েছে। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে আম আদমি পার্টির দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে বলে খবর। শুক্রবার কংগ্রেস নেতা মুকুল ওয়াসনিকের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন আপের এক প্রতিনিধি। সেখানে দিল্লি এবং পঞ্জাবে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে বলে খবর। শনিবারের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন কেজরিওয়ালও। তবে সারা দেশে আসন সমঝোতা কবে চূড়ান্ত হবে, সেটাই এখন 'ইন্ডিয়া'র অভ্যন্তরে কোটি টাকার প্রশ্ন।

সন্দেশখালিকাণ্ডে আক্রমণাত্মক অনুরাগ ঠাকুর, পাল্টা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। শনিবার কলকাতায় পৌঁছে এরই প্রেক্ষিতে তৃণমূলকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর মতে, বাংলায় আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতি। কলকাতায় পা রেখেই রাজ্য সরকারকে পুরোপুরি অল আউট অ্যাটাকের মুডে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। শনিবার বিমানবন্দরের বাইরে পা রেখেই তিনি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তোপের পালটা দিয়েছেন বাংলার সাংসদ শান্তনু সেন। তাঁর খোঁচা, 'তৃণমূলকে গালি না দিলে বিজেপির ভাত হজম হয় না। আগে মণিপুর দেখুন, তার পর বাংলার কথা বলবেন।'

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বিঁধতে ছাড়েননি। বলেন, 'দুর্নীতিগ্রস্তদের আশ্রয় দেয় পশ্চিমবঙ্গের সরকার। নিজের মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়কদের উপর কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই? তিনি কি লুঠের জন্য ছাড় দিয়ে রেখেছেন? নাকি তাঁর কথা তাঁর দলের লোকেরা শোনে না? লুঠের বিরুদ্ধে তদন্ত হলে, তদন্তকারী অফিসারদের উপর তাঁর দলের গুণ্ডা, নেতারা আক্রমণ চালায়। এটা গোটা দেশে আর কোথাও হয় না, সারা দেশে যা হয় না, তা হয় বাংলায়।'

প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হন ইডির আধিকারিকেরা। তিনজন ইডি অফিসার গুরুতর জখম হয়েছিলেন। কিন্তু যাকে ঘিরে এই ঘটনার সূত্রপাত, সেই তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ এখনও অধরা। এর রেশ কাটতে না কাটতেই শুক্রবার আবার পুরুলিয়া আবারও জনরোষের মধ্যে পড়ে আক্রান্ত হয়েছেন গঙ্গাসাগর যেতে আসা উত্তরপ্রদেশের তিন সাধু। এই সব ঘটনায় রাজ্যের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠছে। আর এই সব ইস্যুতে শাসকদলকে তুলোধনা করছে বিরোধীরা। এবার রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কড়া সমালোচনার সুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের গলায়।

সম্প্রতি সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনা নিয়েও রাজ্যকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অনুরাগ ঠাকুরের বক্তব্য, 'আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার এক ভয়ঙ্কর সমস্যা রয়েছে এখানে। বার বার তার উদাহরণ দেখা যাচ্ছে। যদি দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়, তাহলে ইডির টিমের উপরেও হামলা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে। মাথা ফাটানো হচ্ছে।' দুর্নীতি ও কাটমানির ইস্যুতেও রাজ্যের শাসক দল তথা রাজ্য সরকারকে একহাত নেন অনুরাগ। সরাসরি রাজ্য সরকারকে নিশানা করে বললেন, 'মানুষের পরিষেবার জন্য যে টাকা আসে, সেই টাকার পাই পাই হজম করে নেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এখানকার নেতা ও সরকার কাটমানির জন্য বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। গরিবের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের থেকে যে টাকা আসে, সেখান থেকেও কমিশন খাওয়ার সবরকম চেষ্টা করা হয়। দুর্নীতি চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে।'

এদিন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বলেন, বাংলায় তোষণের রাজনীতি চলছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের আশ্রয় দেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য সরকারের সমস্ত নেতা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত।

রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে ইডির উপর স্থানীয়দের আক্রান্তের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, এটা নজিরবিহীন। বাংলার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করলেই আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে ইডিকে। আর এই প্রসঙ্গেই অনুরাগ এও জানতে চান, কেন রাজ্য সরকার দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাতে চাইছে তা নিয়েও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রশ্ন, সাংসদ- বিধায়ক-কাউন্সিলরদের উপর থেকে কি রাশ আলগা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী? নাকি তাঁর নির্দেশেই গুণ্ডারা তদন্তকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে?

গঙ্গাসাগরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। ছবি: অদিতি সাহা

মরশুমের শীতলতম দিন

শনিবার পারদ নামল ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার মরশুমের শীতলতম দিন কাটাল তিলোত্তমাবাসী। কলকাতায় শনিবার পারদ এক ধাক্কায় নেমে আসে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। এর আগে ডিসেম্বরে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছিল কলকাতার তাপমাত্রা। অর্থাৎ, পৌষ সংক্রান্তির আগেই হু হু করে নামছে পারদ। কলকাতায় দুই রাতে প্রায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমল। পাশাপাশি রাজ্যজুড়েই কমছে তাপমাত্রা। আগামী দু-তিন দিন একই রকম পরিস্থিতি থাকবে। তবে মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। তাপমাত্রা ফের বাড়তে শুরু করবে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে খুব হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় শীতের এই মরশুমে শনিবার শীতলতম দিন। উত্তুরে হাওয়ার দাপট বাড়ল। আরও নামল পারদ। এই প্রথম এবারে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কলকাতার তাপমাত্রা। বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনিবার কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা। শুক্রবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস নীচে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৯ থেকে ৯৬ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ১৩ থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বচ্ছতার প্রতীক: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাঁদে দাগ থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও দাগ নেই, এমনটাই দাবি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। এরই পাশাপাশি শনিবার পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এও জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বচ্ছতার প্রতীক। সারা জীবনটা সাধুর থেকে বেশি পরিষ্কার। সারা জীবন মানুষের জন্য দিয়েছেন। মানুষের জন্য কাজ করেছেন। আমি অন্যায় করলে তার দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়।' প্রসঙ্গত, শনিবার কলকাতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিশানা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে বিঁধতে শোনা যায় তাঁকে। অনুরাগ ঠাকুরের বক্তব্য, দুর্নীতির সঙ্গে যারা যুক্ত, এই সরকার তাদের নিরাপদ আশ্রয়। শুধু তাই নয়, অনুরাগ এ প্রশ্নও তোলেন, মন্ত্রী- বিধায়ক-সাংসদদের উপর মমতার নিয়ন্ত্রণ আছে? তাঁর দলের লোকেরা কি তাঁর কথা শোনেন? এই প্রসঙ্গেই উত্তর দিতে দেরি করেননি ফিরহাদ। স্পষ্ট ভাষায় তিনি যে উত্তর দেন তাতে চাঁদ প্রসঙ্গ তুলে আনেন তিনি। বলেন চাঁদে থাকতে পারে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেটাও পাওয়া যাবে না। একইসঙ্গে ফিরহাদ শনিবার এও বলেন, 'বাংলার মানুষ চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি ছিলেন, আছেন থাকবেন। অনুরাগ ঠাকুররা তাঁকে সরাতে পারবেন না। আইন শৃঙ্খলায় বাংলাই শ্রেষ্ঠ।' এই প্রথমবার নয়, এর আগেও ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের থেকেও উপরে। বলতে শোনা গিয়েছিল, মমতা তাঁর কাছে বাস্তবের 'সান্তা ক্লজ'।

পুরুলিয়ায় সাধু নিগ্রহের ঘটনায় তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

গ্রেপ্তার ১২ অভিযুক্ত, ভুল বোঝানো হচ্ছে, দাবি শশী পাঁজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে পুরুলিয়ায় আক্রান্ত উত্তরপ্রদেশে আক্রান্ত ৩ সাধু। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে রাজনৈতিক চাপানউতোর। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলায় সাধুসন্তদের খুনের চেষ্টা হয়েছে। এটা লাগাতার তোষণের ফল। কিন্তু কেন এমন হিন্দুবিরোধী ভাবনাচিন্তা?' পাল্টা তৃণমূল তথা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শশী পাঁজার দাবি, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশ নিজের কাজ করছে। তবে বিজেপি পুরুলিয়ার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশ থেকে তিন সাধু-সহ পাঁচজন গাড়িতে গঙ্গাসাগর যাচ্ছিলেন। মাঝপথে ওই গাড়িটি পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার গৌরাঙ্গডি মোড়ে থামে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিন তরুণী সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল ওই তিন গেরুয়া বসনধারী-সহ পাঁচজন। ফলে ভয়ে ওই তরুণীরা সাইকেল ফেলে ছুটে পাশের একটি ইট ভাটায় পৌঁছন। পরে ছেলে ধরার গুজব রটতেই ওই গাড়িকে ঘিরে ধরে এলাকার উত্তেজিত মানুষ। মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ভাষা সমস্যার জন্য ভুল বোঝাবুঝি হয়। তার ফলেই তিন সাধুকে মারধর করে স্থানীয়রা। তবে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

পুলিশ যতই গ্রেপ্তার করুক না কেন, তরজা থামছে না। এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তাঁর কথায়, 'তোষণের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু কেন এমন হিন্দুবিরোধী মনোভাব নিয়ে চলছে রাজ্য সরকার?' তাঁর দাবি, 'সাধুদের শুধু মারধর করা হয়নি, তাঁদের খুনেরও চেষ্টা করা হয়েছে। তার পরেও রাজ্য সরকার চুপ করেছিল। সংবাদমাধ্যমে খবর প্রচারের পর পুলিশ সক্রিয় হয়েছে।' বিজেপির আরও দাবি, 'মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের আমলে যেভাবে পালঘরে সাধুদের পিটিয়ে মারা হয়েছিল, পুরুলিয়ার ঘটনা তারই ছায়া।'

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ রাজ্য সরকার। রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার দাবি, 'সাধুদের বিরুদ্ধে তিন তরুণীকে উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠেছিল। জনতা তাঁদের ঘিরে ধরে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুপক্ষই মামলা করেছে। পুলিশ নিজের কাজ করছে। তবে বিজেপি পুরুলিয়ার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে।'

যদিও আক্রান্ত সাধু মিহির গোস্বামী বলছেন, তরুণীরা তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। কোনও মামলা রুজু করেননি আক্রান্তরা। অভিযুক্তদের শাস্তিও চান না। তবে এবার আর গঙ্গাসাগর যাওয়া হচ্ছে না তাঁদের। উত্তরপ্রদেশের আশ্রমেই ফিরে যাচ্ছেন।

৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। অধিবেশন চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথা মাফিক ৫ তারিখ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অভিবাসনের মধ্যে দিয়ে অধিবেশনের সূচনা হবে। এর পর কয়েক দিন রাজ্যপালের ভাষণের উপর শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়করা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। তার পর নির্ধারিত দিনে পেশ করা হবে রাজ্য বাজেট। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের রাজ্য বাজেট পেশ করবেন। তবে কবে বাজেট পেশ করা হবে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো জানা যায়নি। আগামী লোকসভা ভোটের প্রেক্ষিতে এবার আগামী আর্থিক বছরের তিনমাসের জন্য অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোটের পর পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হতে পারে।

এদিকে বিধানসভায় ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাজ্যপালের ভাষণ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী মূলত রাজ্য সরকারের কর্মকাণ্ড ও আগামী পরিকল্পনার কথা উঠে আসে রাজ্যপালের বক্তব্যে। তবে সন্দেশখালিকাণ্ড- সহ সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনায় রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাত চরম আকার নিয়েছিল। বিধানসভায় পাশ হওয়া একাধিক বিল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত বেধেছিল। একাধিক ক্ষেত্রে রাজ্যের সমালোচনাও করেছিলেন রাজ্যপাল। সন্দেশখালির সাম্প্রতিক ঘটনায় প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। কিন্তু তৃণমূল শিবিরের পাল্টা বক্তব্য, রাজ্যে নির্বাচিত সরকার রয়েছে। সরকারের কর্মকাণ্ডে নানা ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে রাজভবন। তাছাড়া রাজভবনকে পার্টি অফিসে পরিণত করেছে বিজেপি। এই অবস্থায় বিধানসভায় রাজ্যপালের বক্তব্যের দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। বিধানসভার শুরুতে রাজ্যপাল রাজ্যের সম্পর্কে কী কী শব্দ ব্যবহার করেন, তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। এর আগের রাজ্যপালের সময় ভাষণ-বিবৃতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবার রাজ্যপাল যখন বিধানসভায় ভাষণ দেবেন, তখন বিজেপি বিধায়কদের আচরণ নিয়েও কৌতূহল রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

E-Tender

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur – II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 035/CFC UNTIED 2023-24,** Last date of submission **22.01.2024 up to 9.30a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

গাড়ির বকেয়া কর আদায়ে ১০ দিনে রাজকোষে জমা পড়েছে ১০০ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাড়ির বকেয়া কর আদায়ে পরিবহণ দপ্তরের দেওয়া বিশেষ ছাড়ে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। প্রথম দশ দিনেই রাজকোষে প্রায় ১০০ কোটি টাকা জমা পড়েছে, বলে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিবহণ দপ্তর গাড়ি মালিকদের বকেয়া রোড ট্যাক্স, পারমিট এবং সার্টিফিকেট অব ফিটনেস (সিএফ) পুনর্নবীকরণ করার ক্ষেত্রে ১ জানুয়ারি থেকে জরিমানা মকুবের প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে চলতি বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা কর মেটানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাবেন গাড়ির মালিকেরা। ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই বকেয়া মিটিয়ে দিলে জরিমানার ওপর ছাড় মিলবে। ১-৩০ জানুয়ারির মধ্যে বকেয়া সিএফ এবং পারমিট ফি মিটিয়ে দিলেও ১০০ শতাংশ জরিমানা মকুব করা হবে। আবার নতুন বছরের ৩১ জানুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট দুই খাতের বকেয়া মেটালে গাড়ির মালিককে জরিমানার ৮০ শতাংশ মকুব করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য পরিবহন বা ওভার লোডিং আটকাতে রাজ্য সরকার কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। এর ফলে এই খাতে লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে জরিমানা আদায়ের পরিমাণ। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রাজ্যের সমস্ত রাজ্য এবং জাতীয় সড়ক ও প্রধান রাস্তা গুলিতে মোটর যান পরিদর্শক ও পুলিশ কর্তারা লাগাতার নজরদারি চালাচ্ছেন। এর ফলে ওভার লোডিং ও সঠিক কাগজপত্র ছাড়া পণ্য পরিবহণের খাতে জরিমানা আদায়ের হার চলতি আর্থিক বছরে সর্বকালীন রেকর্ড স্পর্শ করার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

চলতি আর্থিক বছরের অক্টোবর মাস পর্যন্ত পরিবহণ দপ্তর ৫ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি গাড়ি পরীক্ষা করেছে। ওভার লোডিং ও অন্যান্য বিধি ভঙ্গের কারণে জরিমানা আদায় করা হয়েছে প্রায় ৯৮ কোটি টাকা। তার মধ্যে শুধু মাত্র ওভার লোডিংয়ের ১১ হাজারের বেশি গাড়ির মালিকের কাছ থেকে ৮৮ কোটি টাকার কাছাকাছি জরিমানা আদায় করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে এই জরিমানা আদায়ের হার ২০০ কোটি টাকা স্পর্শ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড হতে চলেছে। কোভিড কালের মধ্যে ২০২০-২১ আর্থিক বছর থেকেই নিয়ম ভাঙা গাড়ির বিরুদ্ধে নজরদারি ও জরমানা আদায়ের হার লক্ষ্যনীয় ভাবে বেড়েছে বলে পরিবহণ দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে। ২০-২১ আর্থিক বছরে পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা মোট ৩ লক্ষ ৬৪ হাজারের কিছু বেশি গাড়ি পরীক্ষা করেছেন। জরিমানা আদায় হয়েছে প্রায় ৭৮ কোটি টাকা। সেখানে গত ২২-২৩ আর্থিক বছরে সাড়ে সাত লক্ষের কাছাকাছি গাড়ি পরীক্ষা করেছে পরিবহণ দপ্তর। জরিমানা আদায় করা হয়েছে ১৬৭ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে ওভার লোডিং খাতে আদায় করা হয়েছে। যার মধ্যে ২২ হাজারের বেশি গাড়িকে জরিমানা করা হয়েছে শুধুমাত্র ওভারলোডিংয়ের কারণে।

জুটমিল সম্বন্ধে না জানলে জুটমিলে ইউনিয়ন সম্ভব নয়, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জুটমিল সম্বন্ধে না জানলে জুটমিলে শ্রমিক ইউনিয়ন করা সম্ভব নয়। শনিবার সন্ধেয় টিটাগড় রাসমনি ঘাট সংলগ্ন পার্ক রোডে শ্রমিক মহল্লার মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই দাবি করলেন শ্রমিক নেতা সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন শ্রমিক দরদী সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, পাট চাষী ও পাট শিল্পের সমস্যা নিয়ে তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তাঁর লড়াইয়ের ফলস্বরূপ পাটের দামের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল কেন্দ্রের সরকার। এদিন শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং আরও বলেন, আজ থেকে ৩০ বছর আগে তিনি মাসিক ৫২৫ টাকায় জুটমিলে কাজ করেছিলেন। তাই জুটমিল সম্পর্কে তাঁর সমস্ত কিছু নখদর্পণে। সাংসদের দাবি, মজদুরদের দাবি-দাওয়া আদায়ে লড়াই জিততে হলে সমস্ত ইউনিয়নকে একজোট হয়ে আওয়াজ তুলতে হবে। নিজের স্বার্থ দেখলে মজদুরদের কখনও ভালো হবে না।

প্রসঙ্গত, ব্যারাকপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রমেশ সাউয়ের উদ্যোগে তৃণমূল সমর্থিত রাষ্ট্রীয় চটকল মজদুর ইউনিয়ন ও জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইউনিয়নের সহযোগিতায় এদিন শ্রমিক মহল্লার শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে উত্তম দাস ও সুপ্রভাত ঘোষ, টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী, প্রাক্তন কাউন্সিলর ওমপ্রকাশ গোন্ড, রাজু খান, খুররম খান প্রমুখ।

অসম-বাংলা মৈত্রী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশে বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সুস্থ ও সম্প্রীতির বাতাবরণকে আরও দৃঢ় করতে সম্প্রতি মৌলালি যুবকেন্দ্রে বিয়িং ব্লিস সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অসম-বাংলা মৈত্রী সম্মেলন হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে অসম থেকে ৩০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গের ৪৫ শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্যগীত প্রভৃতি পরিবেশন করা হয়। বাংলার কীর্তন ও অসমের বিহু পরিবেশন অনুষ্ঠানে বিশেষ সমাদর লাভ করে। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় অল ইন্ডিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব আর্ট অ্যান্ড কালচার, দ্বীপ ফাউন্ডেশন, অর্ক ট্রাস্ট, মানব বিকাশ আশ্রম, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং সংস্থাগুলিও এগিয়ে এসেছিল।

কলকাতায় ভাড়ায় চলমান টয়লেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের মতো জনবহুল দেশে অসংগঠিতভাবে বেড়ে চলা নগরায়ণের ক্ষেত্রে শৌচালয় এক বড় সমস্যা। বিশেষত মহিলাদের জন্য বড় শহরগুলিতে এখনও পর্যাপ্ত টয়লেট নেই। সেদিকে দৃষ্টি রেখেই রামেসিস আরপিএল সংস্থা কলকাতা-সহ এলাকায় এই চাকায় টয়লেট প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সংস্থার পক্ষে অরিজিৎ ব্যানার্জি জানান, কাজে বা অন্যকোনও কারণে যে সকল মহিলা কাজে বেরোতে বাধ্য হন তাদের কথা মাথায় রেখেই এই চলমান বায়োটয়লেটের পরিকল্পনা করা হয়। ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ দেশের

দেশের বিভিন্ন জনবহুল শহরের জন্য নিয়ে এল এক অভিনব শৌচালয় সমস্যার সমাধান-'চাকায় বায়ো টয়লেট যেকোনও সময় যেকোনও স্থানে'।

সম্প্রতি কলকাতা সল্টলেক বিধাননগর পুর সংস্থার এমএমসি রাজেশ চিরিমার ইস্টার্ন বাইপাশের বেঙ্গল কেমিক্যাল-দত্তবাদ সংলগ্ন বিভিন্ন প্রান্তে এমন চলমান টয়লেটের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। বাতিল যানগুলি এই বায়োটলটের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ফলে খ রচও কমেছে অনেকটাই। আর এগুলি কোনও অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়াতেও পাওয়া যাবে। একটি গাড়িতে একই সঙ্গে মোট ৬ জনের ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।

গোপীনাথপুর নীলগিরি-বালাসোর মেমু ট্রেনের উদ্বোধন রেলমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন শনিবার: ওডিশায় গোপীনাথপুর নীলগিরি-বালাসোর নতুন মেমু ট্রেন পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মন্ত্রী জানান, ওডিশায় রেলপথ আরও ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ভারতীয় রেল এই অঞ্চলের জন্য নতুন স্টেশন, বিল্ডিং, নতুন যাত্রীবাহী লাইন এবং নতুন মেমু পরিষেবা সম্প্রসারিত করছে। সাংসদ প্রতাপচন্দ্র সারঙ্গি এবং বিধায়ক সুকান্তকুমার নায়ক গোপীনাথপুর নীলগিরিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিন জোড়া মেমু ট্রেন প্রতিদিন এই রুটে চলবে। সমস্ত মেমু ট্রেনগুলি সুতেইবদগাঁও স্টেশন থামবে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবেটনোতি স্টেশনে সাবওয়ের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়াও একাধিক রেল পরিষেবার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

ভারতজোড়ো ন্যায়া যাত্রার স্টিকারের সূচনা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। ছবি: অদিতি সাহা

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ১৪ তম পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে শনিবার রাতে উঃ ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত কাছারি ময়দান থেকে বাসে রওনা দিয়েছে জেলার ক্রীড়াবীদ ও ম্যানেজার সহ কোচেরা। শনিবার রাতে বারাসতে উপস্থিত হয়ে গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উঃ ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটির চিফ প্যাট্রন তথা পঃবঃ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য, উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। উঃ ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া কমিটির পক্ষে রহনা দিয়েছে সাহাবুদ্দিন চৌধুরী, মানস মন্ডল, আব্দুল খালেক খান, প্রশান্ত বাবু,অমিত মন্ডল, উচ্ছাস মন্ডল, মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

বলাগড়ে সম্পত্তির লোভে বাবাকে খুনের অভিযোগ দুই ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ইট দিয়ে থেঁতলে দুই ছেলে বাবাকে খুন করলেন বলে অভিযোগ। তারপর লাশ গায়েব করার চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ। পরে এলাকাবাসী দেখে ফেলায় সেখান থেকে চম্পট দিলেন অভিযুক্ত যুবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে বেহুলা আয়দা গ্রামে। মৃতের নাম মদন ঘোষ (৬৮)। ওই বৃদ্ধের দুই ছেলে মন্টু ও সন্তু।

জানা গিয়েছে, সম্পত্তি নিয়ে বাবার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি হচ্ছিল। মদনবাবুর জমি জায়গার অর্ধেক দুই ছেলেকে দিয়ে দিয়েছিলেন। বাকিটুকু কেন ভাগ হয়নি সেই নিয়েই মূলত অশান্তি ছিল। দুই ছেলেরই দোতলা বাড়ি আছে। এদিকে বৃদ্ধ বাবার টিনের চাল। তা থেকে জল পড়ে। সেই কারণে বৃদ্ধ ছেলেদের সেই টিনের চাল কিনে দিতে বলেছিলেন। সেই নিয়েই শনিবার সকালে ঝগড়া শুরু হয় বলে দাবি। অভিযোগ, বাবাকে গালাগালি করতে থাকেন অভিযুক্ত ছেলেরা।

অভিযোগ, বাবার মাথায় ইটের ঘা বসিয়ে দেন একজন। এতেই জ্ঞান হারান তিনি। এরপর বাবা মারা গিয়েছে ভেবে ট্রলিতে করে গঙ্গার ঘাটের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা। এরই মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে তাঁর। এ দিকে, লোকজন দেখে ফেলায় ভ্যান রেখে পালিয়ে যান ছেলেরা। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন পুলিশে। এরপর বলাগড় থানার পুলিশ তাঁকে ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই মদনবাবুকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। অভিযুক্ত পুত্রদের খুঁজছে পুলিশ। মৃতের ছোট বউমার দাবি, 'আমি রান্না করছিলাম। টিন নিয়ে অশান্তি হচ্ছিল বাবার সঙ্গে স্বামী আর ভাসুরের। তারপর কী হল জানি না। ট্রলি ভ্যানে বাবাকে চাপিয়ে নিয়ে বলল হাসপাতালে যাচ্ছি।'

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ রবিবার ১৪ ই জানুয়ারি, ২৮ শে পৌষ । তৃতীয়া তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহুর র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ রবিবার। শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। ঊর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন ।শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ রবি বার। সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : আজ রবিবার। মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি :আজ সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ।ওম্ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি ,উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে ।

মকর রাশি :রবি বার আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে, অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধি র সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করুন, শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ ২৮ পৌষ ১৪৩০ রবিবার

ধৃত তৃণমূল নেতারা কেন এসএসকেএম হাসপাতালে বেড 'দখল' করে থাকবেন?

প্রশ্ন তুলে এসএসকেএম অভিযান অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভিযুক্ত, ধৃত তৃণমূল নেতারা কেন দিনের পর দিন এসএসকেএম হাসপাতালে বেড 'দখল' করে রেখে ছেন? এর প্রতিবাদে পথে নামল কংগ্রেস।

শনিবার দুপুরে কংগ্রেসের তরফে এসএসকেএম অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তবে এসএসকেএম হাসপাতালে ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়ে বাধা পান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। বিশাল মিছিল করে, স্লোগান দিতে দিতে অধীরের নেতৃত্বে এসএসকেএম হাসপাতালের দিকে এগোচ্ছিল কংগ্রেসের মিছিল। মিছিল এসএসকেএম পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই আটকে দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এরপর সেখানেই বক্তব্য রাখতে শুরু করেন

অধীর।

এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে একহাত নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'যাঁরা চুরি, বাটপারি করে, মানুষকে ধোঁকা দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখন উডবার্ন ওয়ার্ড ব্যবহার হয়। যেন ফাইভ স্টার হোটেল। সন্ধের পর তৃণমূল নেতাদের মস্তি করার জায়গায় রূপান্তরিত হয়েছে এই ওয়ার্ড। ৬৫-৭০ বছরের একজন লোককে শিশুদের ওয়ার্ডে ভর্তি করছে। এদের সব ঢপের রোগ হয়েছে। এরা রোগী নয়, ঢপের রোগী। তদন্তের হাত থেকে বাঁচতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।' তাঁর বক্তব্য, এসএসকেএম হাসপাতাল প্রেসিডেন্সি জেলের কয়েদিদের বিশ্রামাগারে পরিণত হয়েছে।পুলিশের তরফে বাধা পাওয়ার পর কংগ্রেসের তরফে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় ডেপুটেশন জমা দেওয়ার জন্য। দলের প্রতিনিধিরা ডেপুটেশন জমা দিয়ে না ফেরা পর্যন্ত ব্যারিকেডের সামনে রাস্তায় বসে থাকবেন তাঁরা। এরপর রাস্তায় বসে পড়েন অধীর ও কংগ্রেসের অন্য নেতারা। রাস্তার উপর বসেই স্লোগান দিতে থাকেন কংগ্রেসের নেতারা।

কলেজস্ট্রিটে ফুটপাথ দখল! খালি করার নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মতলার পর এবার কলেজস্ট্রিট। ফের ফুটপাথ দখলের অভিযোগ উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। এরপরই ১৫ দিনের মধ্যে দখল হওয়া ওই ফুটপাথ খালি করতে পুরসভাকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, শহরের রাস্তায় যত্রতত্র হকার রাজ নিয়ে কলকাতা পুরসভাকে একাধিকবার হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল। এরপর কার্যত হাই কোর্টের ধমকেই গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে এলাকায় হকার নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয় পুরসভা। কিন্তু এরপরও শহরের অন্য এলাকাগুলি থেকে একই অভিযোগ বারবার সামনে আসছে।

এবার কলকাতা পুরসভার ৬ নম্বর বরোর ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড তথা কলেজস্ট্রিট এলাকায় তিন মিটার চওড়া একটি ফুটপাথের ২ মিটার দখল হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে একটি মামলা দায়ের হয় হাই কোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে মামলাটি উঠলে

বিচারপতি ফুটপাথের ছবি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'এ তো ফুটপাথের গোটাটাই দখল হয়ে গিয়েছে। পুরসভা কী করছে?'

এরপরই এজলাসে উপস্থিত পুরসভার আইনজীবী জানান, আদালত নির্দেশ দিলে ফুটপাথ খালি করে দেওয়া হবে। তখন বিচারপতি পালটা বলেন, 'আদালত নির্দেশ না দিলে আপনারা ফুটপাথ খালি করবেন না? ধরে নিন, আদালত কোনও নির্দেশ দিচ্ছে না। বলুন, আপনারা কতদিনের মধ্যে নিজে থেকে ফুটপাথের ওই অংশ খালি করবেন?' এরপর ফুটপাথ খালি করার সময় বেঁধে দেন বিচারপতি স্বয়ং। জানান, ১৫ দিনের মধ্যে ফুটপাথ খালি করবে পুরসভা। এই কাজে সবরকম সাহায্য করবে বউবাজার থানা। ১৯ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন ফুটপাথ খালি করে দেওয়ার ছবি পুরসভাকে আদালতে জমা দিতে হবে।

বিলকিস বানো-সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে এবার ময়দানে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিলকিস বানো ইস্যুতে এবার ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে ময়দানে নামছে তৃণমূল। ঘাসফুলের অভিযোগ, বিজেপি নারী বিদ্বেষী, মহিলাদের সম্মান করে না। উত্তরপ্রদেশ গণধর্ষণ কাণ্ডেও বিজেপির আইটি সেলের সদস্যরা যুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে বিরোধীদের তরফ থেকে। সঙ্গে এ দাবিও তোলা হচ্ছে, ধর্ষকদের সমর্থন করে বিজেপি। এই সব ঘটনাকে সামনে রেখে বাড়ি বাড়ি প্রচার ও প্রতিবাদ মিছিল করার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের।

শুধু তাই নয়, তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান তথা বঙ্গ বিজেপির কো-ইনচার্জ অমিত মালব্য তাঁর আইটি সেলে ধর্ষকদের চাকরিও দিয়েছেন। অর্থাৎ যৌন হেনস্তায় অভিযুক্তদের রীতিমতো মদত দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিকে ধর্ষণকারীদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্যও করেননি অমিত মালব্য। কোনও পদক্ষেপও করা হয়নি। শুধু তাই নয়, যেভাবে গুজরাত সরকারের মদতে বিলকিস বানোর ধর্ষকরা মুক্তি পেয়েছিল, সেই বিষয়টিও তুলে ধরে সরব হতে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেসকে। এদিকে অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। কোনও মন্তব্য না করে তাঁরা এও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মালব্যকেই সমর্থন করছেন তাঁরা।ফলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যুকেই হাতিয়ার করে ময়দানে নামছে তৃণমূল।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, আমরা পাশে আছি নির্যাতিতা দের।আপনারা দেখেছেন বিলকিস বানুর ঘটনা। যেখানে বেটি বাঁচাও বলে নানান প্রোগ্রাম করেন তারা আসলে কি দোষী বাঁচাও বলতে চাইছেন। বোঝা যায় মহিলাদের নির্যাতন করলে নীরব থেকে বিজেপি উত্তর প্রদেশের ঘটনা আবার প্রমাণ করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন সংগ্রাম বলে দেবে তিনি নির্যাতিতা মেয়েদের পাশে থেকেছেন। এবার এই 'ধর্ষক' বিজেপির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করা হবে। একদিকে যেমন উত্তরপ্রদেশের মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে সোচ্চার হবেন ঘাসফুল শিবিরের নেতারা, তেমনই বিলকিস বানোর সঙ্গে বিজেপি সরকার যে অন্যায় করার চেষ্টা করেছিল, সেই বিষয়টিও তুলে ধরা হবে।

প্রসঙ্গত, বিলকিস বানো গণধর্ষণ কাণ্ডের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেয়েছে গুজরাত সরকার। বিলকিস বানো গণধর্ষণকাণ্ডে ১১ জন সাজাপ্রাপ্তকে মুক্তি দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গুজরাত সরকার নিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তকে খ ারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। অবিলম্বে ওই ১১ জনকে জেলে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। দু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেককে আত্মসমর্পণ করতে বলা নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'-য় রাহুলকে দার্জিলিঙে আমন্ত্রণ অধীর চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগের উদ্দেশে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু করছে কংগ্রেস । ১৪ জানুয়ারি উত্তর-পূর্বের ইম্ফল থেকে তা শুরু হচ্ছে। বাংলার মধ্যে দিয়ে যাবে রাহুল গান্ধী নেতৃত্বাধীন সেই যাত্রা। কোচবিহার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ 'ন্যায় যাত্রা'র রুট। আর সেখানেই রাহুলের কাছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর গু অনুরোধ, দার্জিলিংয়ে আসুন রাহুল। এখানে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী সকলেই এসেছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়ে মোদি কখনও আসেননি। আর একথা উল্লেখ করেই অধীরবাবুর পরামর্শ, মোদির দার্জিলিঙে না আসার ফায়দা নিক কংগ্রেস। শনিবার কংগ্রেসের বৈঠকে এনিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে খবর। এছাড়া প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে নিজস্ব কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে।

রবিবার ইম্ফল থেকে যখন 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু করবেন রাহুল গান্ধী , সে সময় রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে মিছিল করবে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। এমনকী অধীর নিজের গাড়িতেও 'ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা'র স্টিকার লাগিয়েছেন।এদিন বাংলায় দলের পর্যবেক্ষক জি এ মীরের উপস্থিতিতে বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। যাত্রার রুট অনুযায়ী, আগামী ২৫ জানুয়ারি অসমের দিসপুর থেকে কোচবিহারের বক্সিরহাট হয়ে বাংলায় প্রবেশ করবে রাহুলের মিছিল। এর পর ২৬ ও ২৭ তারিখ উত্তরবঙ্গ ঘুরে ২৮, ২৯ বিহারের পূর্ণিয়ায় পৌঁছবে ন্যায় যাত্রা। আবার তা বাংলায় ঢুকবে ৩০ তারিখ। মালদহ, মুর্শিদাবাদ হয়ে ঝাড়খণ্ড চলে যাবে।

গঙ্গা সাগর মেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর মহড়া।

পরিবেশ দূষণ রুখতে সাগরমেলায় একাধিক পদক্ষেপ। ছবি: অদিতি সাহা

বঙ্গে ছড়াচ্ছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ অস্তিত্ব মিলল অন্তত ৮টি। ইতিমধ্যেই সারা দেশের ১৬টি রাজ্যে মোট ৯২৪টি জেএন.১ মিলেছে, এমনটাই জানাচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সঙ্গে এও জানাচ্ছে, ধীরে হলেও কোভিড ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন তাতে জেএন.১ বাড়বে। আগামী দু'-তিন সপ্তাহ কোভিড হয়তো আরও কিছুটা বাড়বে।

এদিকে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, বঙ্গে এখন করোনার নবতম রূপ জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টের অস্তিত্ব মিললো ৮টি নমুনায়। ইতিমধ্যেই সারা দেশের ১৬টি রাজ্যে মোট ৯২৪টি জেএন.১ মিলেছে। সেই তুলনায় এখনও এ রাজ্যে সংখ্যাটা তেমন বেশি নয়। তবে ধীরে হলেও যে হারে কোভিড ফের মাথাচাড়া দিয়েছে, তাতে জেএন.১ বাড়বে বলেই মনে করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান বলছে, এই সংখ্যাটা ৪৭। অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা ২৯৩। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেহেতু এখন টেস্ট বেড়েছে এবং সংক্রমণের নেপথ্যে অতিসংক্রামক জেএন.১ সাব-ভ্যারিয়েন্টের ভূমিকা রয়েছে, তাই আগামী দু'-তিন সপ্তাহ কোভিড হয়তো আরও কিছুটা বাড়বে। তবে সংক্রমণের জেরে বাড়াবাড়ি অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা কম।

রাজ্যে বর্তমানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০ ছুঁইছুঁই এবং অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যাও ৩০০-র আশপাশে ঘোরাফেরা করায় সারা দেশের মধ্যে এই দুই মাপকাঠির হিসেবে বাংলার অবস্থান এখন চতুর্থ। দৈনিক আক্রান্তের নিরিখে শুক্র থেকে শনিবার গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলার চেয়ে বেশি দেখা গিয়েছে একমাত্র কর্নাটক (২৪০), মহারাষ্ট্র (১৪৪) ও কেরালায় (৭২)। অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যাতেও বাংলার অবস্থান কর্নাটক (৯৯৩), মহারাষ্ট্র (৮২৪) ও কেরালার (৫৪৬) পরেই। জেএন.১ উপপ্রজাতির অস্তিত্বও ওই রাজ্যগুলিতে ঢের বেশি। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি জেএন.১ মিলেছে কর্নাটক (২১৪), মহারাষ্ট্র (১৭০), কেরালা (১৫৪), গুজরাট (৭৬) ও গোয়াতে (৬৬)।

রাজ্যপালকে চিঠিতে কড়া জবাব বিকাশ ভবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে চিঠি পাঠানো হল উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে। চিঠির প্রতিপাদ্য বিষয়, ৫ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পাঠানো আচার্যের চিঠি আসলে অযৌক্তিক ও অকল্পনীয় যা উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সুনাম ক্ষুণ্ণ করেছে। প্রসঙ্গত, গত ৫ জানুয়ারি আচার্যের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে তাদের কাছে মামলা সংক্রান্ত ব্যয়ের যে হিসাব চাওয়া হয়েছে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এমনকী চিঠিতে দপ্তরের এহেন নির্দেশের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

এরপর শনিবার রাজভবনের উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তর স্পষ্ট ভাষায় জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় একাধিক বিষয় দফতরের আওতাধীন। শুধু তাই নয়, মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে যে খরচ বা ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় করছে তার জবাব দফতর চাইতেই পারে। এরই পাশাপাশি উপাচার্য সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালতের দেওয়া নির্দেশকে তুলে ধরে দফতরের তরফ থেকে এও জানানো হয়, নতুন করে

আচার্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার এই মুহূর্তে নেই। শুধু তাই নয়, চিঠিতে রাজ্যপালের পদটি সাংবিধানিক হলেও একজন আচার্যের পদ 'স্ট্যাচুয়েটরি' বা বিধিবদ্ধ পদ ও তিনিও নিয়মের বাইরে নন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরই পাশাপাশি চিঠিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়েও ফের বলা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে উল্লেখ রয়েছে, তারা আচার্যের অনুমতি ছাড়া প্রয়োজনে সমাবর্তন সঞ্চালনা করতে পারে। রাজভবনের তরফে জবাব এলে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে বলে উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করেছে উচ্চশিক্ষা দফতর। এবার রাজ্যপাল এই চিঠির কী জবাব দেন সেটাই দেখার।

পরিযায়ী পাখি কমায় চিন্তা, শুরু হচ্ছে সমীক্ষা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ক্রমেই কমছে। এতে চিন্তিত এবং কিছুটা হতাশও আদ্যন্ত পক্ষী সমীক্ষকরা। এর মধ্যেই রবিবার একদল সমীক্ষক যাচ্ছেন গজলডোবায়। আগামী সপ্তাহে হবে পূর্ব কলকাতায় নলবন ভেরিতে সমীক্ষা। না, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, এই সমীক্ষকদের প্রায় সকলেরই দিবারাত্রির স্বপ্ন পাখি।

শৈশব থেকেই পাখিপ্রাণ জলপাইগুড়ির মৌসুমী দত্ত। আবহাওয়া দফতরের এই কর্মী বছরের অন্যান্য সময়টা অপেক্ষা করেন শীতে পক্ষী পর্যবেক্ষণের জন্য। এই প্রতিবেদককে বললেন, তিস্তার বাঁধের জল নিয়ে তৈরি গজলডোবায় প্রথম গিয়েছিলাম ২০০৪-'০৫এ। কত সহস্র পাখি। এর পর ক্রমেই কমছে।দ

একই সুর বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুজন চ্যাটার্জির। এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, আনুষের বসতি বাড়ছে। জলাজমি কমছে। আবহাওয়াগত পরিবর্তন হচ্ছে।

পাখিদের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। এরকম বহুবিধ কারণ রয়েছে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমার। যুগ যুগ ধরে শীতকালে এরা মূলত মধ্য এশিয়া এবং পূর্ব চিনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই তল্লাটে আসে। তিব্বতের রুডি শেলডাক, বার হেডেড গুজ, কমন স্নাইপ, স্যাণ্ডপাইপার প্রভৃতি পরিযায়ী পক্ষী সমীক্ষকদের কাছে যথেষ্ঠ পরিচিত। জলের আশপাশে, নলখাগড়ার বনে থাকতেই পছন্দ করে এগুলো।

গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী পক্ষী পর্যবেক্ষণের পরিধি বেশ বড়। সুজন চ্যাটার্জি জানান, এ রাজ্যে জলাভূমির সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। গোটা দেশের অন্য রাজ্যে এত জলাভূমি নেই। পরিযায়ী পক্ষী পর্যবেক্ষণ মূলত হয় হাওড়ার সাঁতরাগাছি, বর্ধমানের পূর্বস্থলি, শান্তিনিকেতনে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক, আসানসোলে চিত্তরঞ্জন রেলইয়ার্ডের ভেতরের হ্রদ, কল্যাণীর ঝিল, পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ, বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি প্রভৃতি জায়গায়।

বিভিন্ন ধরণের হাঁস, কাদাখোঁচা, যেগুলোর সাহেবি নাম পিনটেল, স্যালাড, সাভেলার, গার্গেনিং, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, কমন পোচার্ড, ফেরুজেনাস পোচার্ড শীতকাল দীর্ঘ পথ পেরিয়ে একটু উষ্ণতার খোঁজে আসে এই রাজ্যে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১,৩৫০ রকম প্রজাতির পাখি আসে। পশ্চিমবঙ্গে আসে ৯০০-রও বেশি প্রজাতির পাখি। বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটির শ তিন সদস্যর মধ্যে শখানেক পরিযায়ী পাখির ব্যাপারে বেশিমাত্রায় আগ্রহী। এর প্রায় ২০ শতাংশ মহিলা। সদস্যদের মধ্যে আছে নানা বয়সের, নানা পেশার মানুষ।

আটের দশকের শেষ দিক থেকে 'ক্যালকাটা ওয়াইল্ডলাইফ সোসাইটি', 'প্রকৃতি সংসদ' প্রভৃতি সংগঠন এই পাখি পর্যবেক্ষণ শুরু করে। এরকম পর্যবেক্ষণের জন্য কেরল, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের বন দফতর এক-আধ সময়ে এখানকার অভিজ্ঞদের শরনাপন্ন হন।

সুজনবাবু বলেন, গত তিন দশকে পরিযায়ী পাখি আসাটা প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। আগে এ ব্যাপারে সমীক্ষার ফল বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণ করা হত না। তাই ঠিক কী ধরণের, কত পাখি , কবে, কোথায় আসত; তার বিশদ সংখ্যাতত্ব দেওয়া যাবে না। তবে, আমরা 'ই বার্ড' নামে একটা অ্যাপ চালু করেছি। তাতে পর্যবেক্ষণের সচিত্র তথ্য তোলা হয়। এশিয়ান ওয়েটল্যাণ্ড ব্যুরো ওই তথ্য গ্রহণ করে।

গজলডোবা ছাড়াও উত্তরবঙ্গে পরিযায়ী পাখি বেশি আসে ফুলবাড়ি ব্যারেজ, ফারাক্কা ব্যারেজের কাছে মালদার পঞ্চানন্দপুরে। মৌসুমী দত্ত জানান, মোটামুটি নভেম্বর থেকে মার্চের মাঝপর্ব পর্যন্ত চলে পাখি সমীক্ষা। তিস্তার জলে তৈরি কিছু জলাশয় পলি পড়ে শুকিয়ে গিয়েছে। জলের ধরণ বদলে যাওয়ায় ক্ষতি হচ্ছে পরিযায়ী পাখিদের। এই পরিস্থিতিতেই ৭ জানুয়ারি 'তিস্তা-করলা বার্ড ওয়াক' জলপাইগুড়ির জন্য একটি নতুন সূচনা হল। বার্ড ওয়াচার্স সোসাইটির সদস্যরা তিস্তা তৃণভূমি এবং এর আশেপাশে থাকা স্কুল শিশুদের জন্য এই পদযাত্রার আয়োজন করে। স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল তিস্তা পারের বিদ্যামন্দিরের সাথে হাত মেলায়। অনুষ্ঠানটি ছিল সদ্য পাস হওয়া ৫ জানুয়ারীর জাতীয় পাখি দিবস উদযাপন করার জন্য। এই শিশুরা হয়ত বিপন্ন তিস্তা তৃণভূমিকে বাঁচানোর পাথেয় হতে পারে।

এসটিএফের তৎপরতায় উদ্ধার ফেনসিডিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর তৎপরতায় খাস কলকাতা থেকে উদ্ধার হল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় সাড়ে সাত হাজার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেন এসটিএফ আধিকারিকেরা।এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুজন পাচারকারীকে। ধৃতদের নাম চন্দ্রিকা প্রসাদ ও মহম্মদ রিজওয়ান। ধৃতদের শনিবার এদের আদালতে তোলার পর নিজের হেফাজতে নিয়েছে এসটিএফ।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার পোস্তা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিলেন কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর গোয়েন্দারা। সাদা রঙের একটি পণ্যবাহী গাড়িতে করে পেটি ভর্তি ফেনসিডিল নামিয়ে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছিল। সেই সময়ই অভিযুক্তদের হাতে নাতে ধরে ফেলেন গোয়েন্দারা।

সম্পাদকীয়

ক্রিকেটের মত ফুটবলের সাথেও শিল্পের যোগ চাই

শহরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় ফুটবল খেলার উপযুক্ত মাঠ নেই, এ কথা ঠিক। তবে বর্তমানে ফুটবল খেলার চর্চা একেবারে কমে গিয়েছে, তা একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারা যায়। শহরাঞ্চলে যদি বা একটু চর্চা আছে, গ্রামাঞ্চলে তার ছিটেফোঁটাও নেই। তা ছাড়া খেলার মানও অত্যন্ত পড়ে গিয়েছে। বিশ্বকাপ ফুটবলে ভারতের পক্ষে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণ শুধু খেলার মাঠ হতে পারে না। ভারতের ফুটবল কর্মকর্তাদের দূরদর্শিতার অভাব সবচেয়ে বড় কারণ। ক্রিকেট কর্মকর্তারা যে ভাবে ক্রিকেটকে বিপণন করতে পেরেছেন, ফুটবল কর্মকর্তারা তা করতে পারেননি। ভারত ১৯৭০ সালেও এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিল। তখন থেকেও যদি ফুটবল কর্মকর্তারা শিল্পসংস্থার বদান্যতা লাভের জন্য চেষ্টা করত, তবে আজ ভারতীয় ফুটবলের এই দৈন্যদশা হত না বলেই বিশ্বাস। পেশাদারিত্ব ছাড়া কোনও খেলাই উন্নত হতে পারে না। আর পেশাদারিত্ব আনতে হলে শিল্প মহলের বদান্যতা অবশ্যই চাই। ফুটবল খেলে ক্রিকেটের মতো বিজ্ঞাপন ও স্পনসরশিপ থেকে টাকা উপার্জনের সুযোগ থাকলে অবশ্যই খেলাটির সংস্কৃতিও বদলে যেত। বর্তমান ক্রিকেটের মতো অলিগলিতে ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়ে উঠত। চাহিদা মেনে আপনাআপনি গড়ে উঠত ফুটবল পরিকাঠামোও। আমাদের দেশে ফুটবল সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সব অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা তা হেলায় হারিয়েছি। ফলে এখন ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্সকে সমর্থন করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া আর উপায় কী?

সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

এই কথাটা আপনি জানেন, আমিও জানি কিন্তু মানি ক'জন! বাস্তবিকই সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই। আমরা যে কাজেই বিলং করি না কেন এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে সে সেই ফিল্ডে তার সাফল্য একদিনে, একবারে বা সহজে এসেছে। আপনার মনে হতে পারে যে এই তো সে সাধারণ ছিল এখন সে কেমন বড় মাপের হয়ে গেলো! উত্তরে বলবো অত সহজ নয়। আপনি প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কঠিন কাজটি লক্ষ্যই করেন নি। সুতরাং আপনার অজ্ঞতায়- ই এমনটি মনে হয়েছে। এটা জীবনের চলার পথে সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। মানে আমরা জীবনের পরতে পরতে এটা দেখতে পায়। কেমনভাবে কিভাবে তা দেখতে পাই আসুন সেই গল্পে আজকের আসর মজায়।

শুরুতে ছোটদের নিয়ে কথা বলি। আপনার কেমন যেন ধারনা হয়েছে আপনার সন্তান পড়াশুনোতে মোটেই ভালো না। সুতরাং আপনি কেমন চাপে আছেন। ভালো কথা। আর আপনি কত সহজে ধরে নিলে আপনার সন্তানের মেধা নেই। বিষয়টি কিন্তু তা নয়। মেধা ওর বেজায় আছে তবে আপনি সেটা ধরতে পারছেন না। এমনও তো হতে পারে যে আপনি যে রকম ভাবে ভাবছেন ও সে রকম করে ভাবছে না। হয়তো ও ঠিকমত পড়া বুঝতে পারছে না। আর যে সেটা বুঝতেই পারছে না তার কাছে সেটা তো চাপ হবেই। পারলে হিন্দি সিনেমা 'থ্রি ইডিয়ট ' দেখে নিন। কিছু অভিভাবক ধরে নেন তার ছেলে মেয়েদের কিছু হবে না। বা এমন ভাবনাও পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার এমনও দেখা যায় যে সে যেটা পারে না সেটা সে না বুঝেই জায়গা মত মাত করে দিয়েছে। কিন্তু এমনটি হয় না। এক আধ বার ফ্লুক লেগে গেলেও বার বার সেটা হয় না। তাহলে চলুন একটু অভিজ্ঞতাই ফিরে যাই।

তখন কত — সবে নাইন টেন হবে। পড়াশুনো করি। প্রাইভেট মাস্টারে।বেশ নামডাক। অঙ্কের মাস্টারের। বেজায় ভিড়। পরস্পর কোচিং। স কালে আরো। না,নয় বার তের। মানে আরো। ভুল বললাম যত পারো। চটি খুঁজতে পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি করলে- জুতো তুমি হারালে। আবার টমি আছে ফাউ। অসতর্কতায় কামড় খাও। যাই হোক কোচিং শুরু। অঙ্ক বলে কথা। মজার বিষয় হলো যে কোন একটা অঙ্ক একজন বুজলে বা দু'তিনজন বুঝলে সাড়া ক্লাসের বোঝা হয়ে গেলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ওই দু তিনজনেই হলো অ্যান্ড ওরা ছেলেমেয়ে। স্যার একটু বাইরে গেল। দেখি ওই দু 'তিন জনের কাছে বেশির ভাগ ছুটছে। মানে এটা ক্লিয়ার হলো বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের কিছুই বোঝেনি। অথচ স্যার সাবাইকে বুঝতে পারার বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। ওই তিনজন চোখের ইশারায় সায়ও দিয়েছে। সঙ্গে আরও দু একজন। বাকিরা নিশ্চুপ। তাহলে কি সবাই বুঝলো! আর বুঝলেও কি পুরো অধ্যায়ের সব হলো ? তাহলে একটা গুণ্যতা তো রয়েই গেলো। না, এই সিস্টেম নিয়ে বেশিদুর এগানো যায় না। তাই আমার ধারনা যারা টেকে, চালক তারাই। জীবনেও জেতে। তবে তুমি যত চালাক হও না কেন লেবার না দিলে তুমি কিছুতেই বড় মানুষ হতে পারবে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভালো রেজাল্ট করা ছেলেটা জীবনে কিছুই করতে পারেনি। আবার কম পড়ালেখা করা রেজাল্ট নিয়ে ছেলে/ মেয়েটা ও সেটেল্ড জীবনে। নামডাকও প্রচুর।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই কথা প্রযোজ্য। মানে যে চালু সেই জেতে। মেধা বড় কথা নয়, মেইন কথা হলো লেবার। যে যত বেশি তার নিজের কাজে শ্রম দিতে পারবে সে তত জীবনে এগিয়যে যাবে। তুমি অল্প সময়ে কিছু পেতে পারো না। কোনো চালাকিতে তুমি জীবনে সফল হতে পারো না। আর যত বড় হবে তত বিনম্র হতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন যতক্ষন না তুমি সফল হবে ততক্ষণ তোমার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অনেক বড় কথা। অনেক সাধনা পরিস্ফুট হয় এই বাণীর মধ্যে। যেকোন কাজ করো না করো তা যদি আনন্দ দিয়ে না করো তবে তা লক্ষ্য অবধি কেনোভাবেই পৌঁছাবে না। তবে সর্বক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন মাস্ট। আর এটা ছোটোবেলা থেকে জরুরী। জীবনে ভীষণ অর্গানায়েজড না হলে কোনো ভাবেই সাফল্য পাওয়া যায় না। সবার প্রথমে দেখা দরকার তুমি কি পারো, কতটা পারো। এবার তুমি তোমার জীবনকে সেই ভাবে তৈরি করো। এবং সেরা চেষ্টাটা দাও। দেখবে তুমি পারবে। পারবেই। কোনো কাজে ভয় পেলে চলবে না। তবে যেটা তুমি পারবে না সেটা তুমি করবে না। হতাশা মনের মধ্যে রাখবে না। নেগেটিভ চিন্তা মনে আনবে না।

তখন কত — সবে নাইন টেন হবে। পড়াশুনো করি। প্রাইভেট মাস্টারে। বেশ নামডাক। অঙ্কের মাস্টারের। বেজায় ভিড়। পরস্পর কোচিং। সকালে আরো। না,নয় বার তের। মানে আরো। ভুল বললাম যত পারো। চটি খুঁজতে পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি করলে- জুতো তুমি হারালে। আবার টমি আছে ফাউ। অসতর্কতায় কামড় খাও। যাই হোক কোচিং শুরু। অঙ্ক বলে কথা। মজার বিষয় হলো যে কোন একটা অঙ্ক একজন বুজলে বা দু'তিনজন বুঝলে সাড়া ক্লাসের বোঝা হয়ে গেলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ওই দু তিনজনেই হলো অ্যান্ড ওরা ছেলেমেয়ে। স্যার একটু বাইরে গেল। দেখি ওই দু 'তিন জনের কাছে বেশির ভাগ ছুটছে। মানে এটা ক্লিয়ার হলো বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের কিছুই বোঝেনি। অথচ স্যার সাবাইকে বুঝতে পারার বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে। ওই তিনজন চোখের ইশারায় সায়ও দিয়েছে। সঙ্গে আরও দু একজন। বাকিরা নিশ্চুপ। তাহলে কি সবাই বুঝলো! আর বুঝলেও কি পুরো অধ্যায়ের সব হলো? তাহলে একটা গুণ্যতা তো রয়েই গেলো। না, এই সিস্টেম নিয়ে বেশিদুর এগানো যায় না। তাই আমার ধারনা যারা টেকে, চালক তারাই। জীবনেও জেতে। তবে তুমি যত চালাক হও না কেন লেবার না দিলে তুমি কিছুতেই বড় মানুষ হতে পারবে না।

এখন তো অনেক সোশ্যাল মিডিয়া এসে গেছে। সেখানে অনেক ভালো সাইড আছে। সেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের মানুষ আর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মনীষীদের জীবন দেখুন। দেখবেন কি অধ্যবসায় তারা এক মহত্বের জায়গা তৈরি করেছেন। না, একদিনে বা একভাবে তা তৈরি হয়নি। অসীম ভালোবাসা আছে তাঁদের নিজের কাজে। আসলে মন দিয়ে কোনো কাজ করলে তা অন্য মনে যায়। নিজের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ — ঠাকুর বলেছেন। তাই বিশ্বাস কোনভাবেই হারালে চলবে না। তুমি যদি নিজেকে কমজোর ভাব তবে তুমি দুর্বল। আর সবল ভাবল তুমি অবশ্যই সবল। জীবনটাকে উপভোগ করুন। করো ক্ষতি না করে নিজেকে ভালোবাসুন। আপনি রিপ্রেজেন্ট করুন — ভালো কাজে, সৎ কাজে, সেরা কাজে। তাও যদি না হয় তবে কবির ভাষায় বুঝে নিতে হয় — যা পেয়েছি আমি তা আমার সঞ্চয়, যা পায়নি আমি তা আমার নয়।

এই বঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে — প্রায় ৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ইতিহাসের কান্না

বৈদিক পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জি

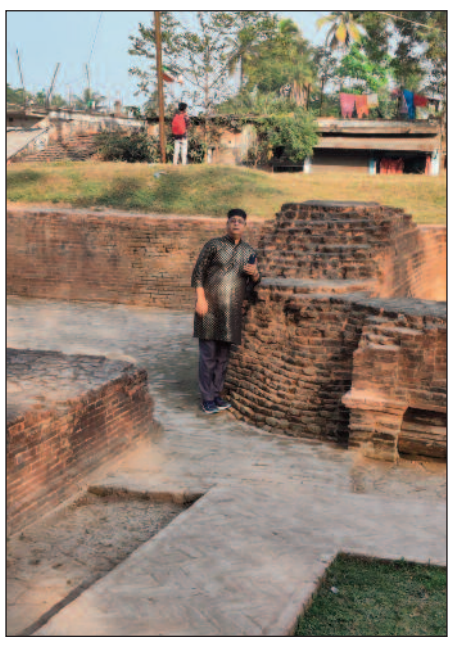

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরের-- পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ মাথা তুলে রয়েছে, বারাসাতের দেগঙ্গা টাকি রোডের ধারে বেড়াচাঁপায়, চন্দ্রকেতুগড়।

অনাদরে অবহেলায় অতীতের এক রাজবাড়ি র স্মৃতি, রাজ কাহিনী র স্মৃতি বিজড়িত বালাডা র কান্না শোনা যায়, বিদ্যাধরীর নদীর চড়ায়।

সময় কাল ১০২, রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজ পরম্পরা হিন্দু ধর্ম মান্যতাকারি রাজা গন্ধর্ব সেনের পুত্র— বিক্রমাদিত্য উজ্জয়নীর প্রবল পরাক্রমশালী, নবরত্নের পরে আরো এক হীরকের সন্ধান পেয়ে তিনি দশ রত্নের সম্মানে সম্মানিত করলেন এই শষ্য শ্যামলা বাঙলার, শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ— জ্যোতির্বিদ শ্রীবরাহকে। রাজ্যব্যাপী দেশব্যাপী প্রচারের আলোয় এলেন জ্যোতির্বিদ শ্রী বরাহ এবং তার পুত্র শ্রী মিহির এবং পুত্রবধূ লীলাবতী বা খনা। যে পরিবার বসতি স্থাপন করেছিলেন বারাসতের-দেগঙ্গার চন্দ্রকেতু গড়ে।

অতীতের বিদ্যাধরী নদীর জল স্রোত আজ নেই। নদীর চড়ায় পূর্ণিমার প্রতি রাতে সোনালী জ্যোৎস্না আর অমাবস্যার গহীন রাতের নিকষ কালো অন্ধকার— আজকেও খুঁজে বেড়ায় রাজা চন্দ্রকেতু গড়ের মৃত্তিকা সভ্যতার রাজ বাড়ীর ইতিহাস।

চন্দ্রকেতু গড়। আজকের দেগঙ্গা হলো প্রাচীন ভূমি দেব গঙ্গার অংশ। প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতার চন্দ্রকেতু গড়। জ্যোতির্বিদ মিহির গড়। জ্যোতির্বিদ বরাহ গড়। জ্যোতির্বিদ লীলাবতী বা খনার গড়। রাজা চন্দ্রকেতু ছিলেন আঞ্চলিক বাহুবলি শাসক। প্রবল প্রতাপ ছিল তার শাসনকালে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পরই, ছোট ছোট নগর কেন্দ্রিক ছোট রাজ্যের উদ্ভব হয়। সেই রাজ্যের রাজা চন্দ্রকেতু ছিলেন নগর সভ্যতার নতুন বার্তা। প্রায় দু কিলোমিটার বিস্তৃত এক বিশাল আকার মৃত্তিকা নির্মিত রাজবাড়ী, আজ মাটির তলায়। বিশালাকার গড়ের কিছু অংশ এই বঙ্গে আজ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়।

বর্তমান বারাসাতের বেড়াচাঁপা, দেগঙ্গা, হাদিপুর, ইটখোলা, দেবালয়, জুড়ে যে দু কিলোমিটার বিস্তৃত চন্দ্রকেতু গড় রয়েছে তার প্রামাণ্য তথ্য সহ ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়র কঠিন গবেষণা ও ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়াম।

চন্দ্রকেতু গড়ে প্রবেশের এক কিলোমিটার আগেই একটি রাজ্য সরকারের সংগ্রহশালা রয়েছে সেই সংগ্রহশালায় অতীতের সমস্ত নিদর্শনের ছোট ছোট অংশ, আজও বিদ্যমান। মৃৎ পাত্রের অবাক করা কারু কাজ, অতীতের তাম্র মুদ্রা, গড়ের নামাঙ্কিত শীলমোহর— প্রমাণ করে প্রাচীনত্ব ও কুষাণ যুগের প্রামাণ্য তথ্যের কিছু দলিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০ বছর আগেকার সময়ের ইতিহাস আজও কেঁদে বেড়ায় নির্জনে নিভৃতে। ধর্মীয় দেব-দেবীর বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। আদিম ধরিত্রীদেবী, যক্ষ, যক্ষিনী কালনাগ। পশু চালিত চক্র। দন্ডায়মান গ্রীস দেশের দেব দেবীর মূর্তি। বহু অলংকার যুক্ত পুরুষ ও নারীর মূর্তির অংশ, গণিতবিদ লীলাবতী বা খনা। তর্কবিদ মিহির। গণিতবিদ জ্যোতির্বিদ শ্রী বরাহের বহু তথ্য প্রাপ্ত করা গেছে।

সোনার এই বাংলায় বহু পুরাতন রাজবাড়ী, বহু পুরাতন ধর্মীয় স্থান, বহু রাজবংশের গড় যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে এসেছে, তেমনই এক বিশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সহ বেড়াচাপার চন্দ্রকেতু গড়, বরাহ গড়ের নিদর্শন আজ বাংলাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। চন্দ্রকেতু গড় সম্পর্কে প্রাচীন একটি তথ্য বা লেখ্য প্রচলিত আছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের কারণে সৌদি আরব থেকে পীর গোরাচাঁদ এই দেব গঙ্গার বিদ্যাধরী র প্রবল প্রতাপশালী হিন্দু রাজাকে তার ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে, উৎসাহিত হয়েছিলেন। কিন্তু বীর হিন্দু রাজা পীরের আদেশ অমান্য করে তার হিন্দু ধর্মে আস্থা রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে দুজন প্রভাবশালী তাদের ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে— যুদ্ধে দুজনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্রাচীন স্থাপত্য দর্শনে এবং চিন্তনে প্রায় আড়াই হাজার বছরের স্মৃতি আজও বিস্মৃতির অতলে। আজও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে শুধু প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া গেছে।

বাগনানের শরৎমেলা

অসীম কুমার মিত্র

দিন বদলায়, যুগ বদলায়, চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির বদল ঘটে। মেলা আনে উৎসব আর মিলনের বার্তা, সংস্কৃতির মুক্তমঞ্চে সহিষ্ণুতার বাতাবরনে জাত বর্ণ ধর্ম, সব সম্প্রদায়ের মিলনে মহৎ হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। আর এই লক্ষ্যেই পথ চলতে চলতে হাওড়ার বাগনানের শরৎমেলা আজ ৫১ তম বর্ষে উপনীত হয়েছে। গ্রাম আর শহরের মানুষের মেল বন্ধনের পাশাপাশি এই আনন্দমঞ্চে শরৎ মেলার চিরায়ত দুই আকর্ষণ — প্রদর্শনী মঞ্চ ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ। শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারের সতেরোর যৌবনে জন্ম নিয়েছিল শরৎমেলা যা আজ দেশের মানচিত্রে মর্যাদার আসন দখল করেছে। যেখানে অমর কথাশিল্পীর সৃষ্টি সৃজনের মননে, চিন্তনে ও বিশ্লেষণে সমাজ পরিদর্শনের একটা দিশা মেলে। শরৎবাবুকে তাঁর জীবনের শেষ ১২টি বছর আপন করে পেয়েছে বাগনানের সামতাবেড় - পানিত্রাস আর গোবিন্দপুরের মানুষ। সারাবছরই কথাশিল্পীর সামতাবেড় বাসভবনে পর্যটক, সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণপিয়াসী মানুষের ঢল নামে। বাসভবনটি আজ শরৎ সংগ্রহশালা হয়েছে। এর পশ্চিমদিকে রূপনারায়ন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এক মনোরম পিকনিক স্পট। কথাশিল্পীর পূণ্য স্মৃতি তর্পনে হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের পাশের গ্রাম পানিত্রাস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগার ও শরৎমেলা পরিচালন সমিতির যৌথ উদ্যোগে আগামী ২১শে জানুয়ারি থেকে ২৮ শে জানুয়ারি সপ্তাহব্যাপী ৫১ তম শরৎমেলা অনুষ্ঠিত হবে। মেলার মাঠে নানা স্টল থাকবে। থাকবে কচিকাঁচাদের হরেক বিনোদন। কথাশিল্পীর মরমী লেখনীর সম্মোহনী জাদুমন্ত্রে সৃষ্ট চরিত্রগুলোর ঘটবে অবাধ চলাফেরা। এই মহৎ ভাবনার লক্ষ্যেই বছর বছর শরৎমেলা। মর্যাদা, ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের নিরিখে শরৎমেলা সরকারি দাক্ষিন্যে, তত্ত্বাবধানে হেরিটেজ মেলা হিসেবে অবশ্যই স্বীকৃতির দাবী রাখে।

আনন্দকথা

শ্রীশ্রী ভবতারিণী মা-কালী

দক্ষিণের মন্দিরে সুন্দর পাষাণময়ী কালী-প্রতিমা। মার নাম ভবতারিণী। শ্বেতকৃষ্ণমর্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক — উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলিপরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরিপঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি আর জবা বিল্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন। মার হাত সোনার বাউটি; তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে — বালা, নারিকল-ফুল, পঁইচে, বাউটি;

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

মহাশ্বেতা দেবী

১৯২৬ *বিশিষ্ট লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর জন্মদিন।*
১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল মিত্রের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সীমা বিশ্বাসের জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গোঘাটে পুলিশের হাতে নিগৃহীত সাংবাদিক

নিন্দার ঝড় হুগলি জেলাজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারও আক্রান্ত গতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। এবার খোদ পুলিশের হাতে মার খেতে হয় সাংবাদিককে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটে। গোঘাট থানার কর্মরত সৌমিত্র হালদার নামে এক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। জানা গেছে, আরামবাগ জেলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে নিন্দা জানানো হয়েছে। সাতবেড়িয়া এলাকায় গত শুক্রবার একটি ধর্মীয় উৎসবে ওই সাংবাদিক খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। গোঘাট থানার এক পুলিস অফিসার সৌমিত্র হালদার সেখানে ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন। কর্তব্যরত ওই অফিসার সেই সময় সাংবাদিককে চড় মারেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি বাংলা টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক মিরাজুল মল্লিক বলেন, সাতবেরিয়া এলাকায় লোকনাথ মন্দিরে উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তদের সমাগম হয়েছিল। দুপুরে সেই খবর করতে গিয়ে কর্তব্যরত পুলিশের হাতে নিগৃহীত হই। আমাকে চড় মারা হয়। এরপরেই আমি গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ করি। প্রেস ক্লাবের সভাপতি দিব্যেন্দু সরকার বলেন, প্রেস ক্লাবের তরফে গোঘাট থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন ওই অফিসারের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নিক। আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও ওই পুলিশ অফিসারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে গোঘাট থানার ওসি অরূপ কুমার মণ্ডল বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখার আশ্বাস দেন এবং ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানান। এখন প্রশ্ন উঠছে একজন পুলিশ অফিসার যদি সাংবাদিককে হেনস্তা করে বা আইন হাতে তুলে নেয় তার বিচার করবে কে? সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তিনি কি রকম ব্যবহার করবেন। পুলিশ কি শুধুই ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, না সাধারণ মানুষের পাশে থেকে আইন মেনে কাজ করবেন। এইসব নানা প্রশ্নের মাঝে সারা জেলা জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

পরিবহণের বকেয়া কর বাবদ রাজ্য সরকারের পাওনা ২৬৫ কোটি টাকা

কর আদায়ে উদ্বেগে মালদা জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় প্রায় ৩৩ হাজার পরিবহণের বকেয়া কর বাবদ রাজ্য সরকারের পাওনা রয়েছে ২৬৫ কোটি টাকা। পাহাড় প্রমাণ এই বকেয়া কর আদায় করতে এখন মরিয়া মালদা জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর (আরটিও)। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার চালানো, লিফলেট বিলি এমনকী পরিবহণ মালিকদের ফোন করে বকেয়া করা আদায়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বিভিন্ন পরিবহণ মালিকরা যদি তাদের বকেয়া কর মিটিয়ে না ফেলেন, পরবর্তী সময় থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যারা পরিবহনের বকেয়া কর মিটিয়ে ফেলবেন তাদের ক্ষেত্রে জরিমানা মকুব হবে বলে জানিয়েছেন জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সুরজ কুমার দাস। ইতিমধ্যে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদীপুরে এবং পুরাতন মালদা ব্লকে জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর থেকে কর আদায়ের ক্যাম্প চালু করেছে। গড়ে প্রায় প্রতিদিন ১০ লক্ষ টাকা করে এই কর সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে।

জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদায় এখনো পর্যন্ত প্রায় ৩৩ হাজার পরিবহণের জরিমানা মিলিয়ে ৭৫ কোটি টাকা কর বকেয়া রয়েছে। জরিমানা বাদ দিলে সেই করে পরিমাণ দাঁড়াবে সাড়ে ৩৭ কোটি টাকা। এছাড়াও ফিটনেস বাবদ প্রায় ২৪ হাজার গাড়ির জরিমানা সহ বকেয়া কর রয়েছে ১৯০ কোটি টাকা। সেই জরিমানা বাদ দিলে করের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২১ কোটি টাকা। এছাড়াও পারমিট বাবদ ১,৩৫০টি গাড়ির বকেয়া কর পড়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে জরিমানা সহ পরিবহণ দপ্তরের বকেয়া কর রয়েছে ২৬৫ কোটি টাকা। আর সেই টাকা তুলতেই এখন বিভিন্নভাবে প্রচার শুরু করেছে জেলা আঞ্চলিক দপ্তর কর্তৃপক্ষ। মালদা জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সুরজ কুমার দাস জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে জেলার সমস্ত পরিবহণ সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। বিভিন্ন বাস স্ট্যান্ডগুলিতে মাইকিং করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে পরিবহণ মালিকদের ফোন করে তাদের বকেয়া কর মিটিয়ে দেওয়ার বার্তাও দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও মোবাইলে এসএমএস, লিফলেট বিলির মাধ্যমেও বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় পরিবহণের মালিকদের সচেতন করতে প্রচার চালানো হচ্ছে। সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে পরিবহণ দপ্তরের ট্যাবলো ঘুরে ঘুরে প্রচার চালাচ্ছে। ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদায় এই কর আদায়ের জন্য দুটি ক্যাম্প ইতিমধ্যে চালু করে দেওয়া হয়েছে। রবিবার বাদ দিয়ে প্রতিদিন এই ক্যাম্প চালু থাকছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা করে কর আদায় করা হচ্ছে।

মালদা জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক সুরজ কুমার দাস আরও জানিয়েছেন, যদি কোনো পরিবহণ মালিক মনে করেন যে তাদের যানবাহনগুলি কাটাই করে রেহাই পেয়ে যাবে, তাতে কোনও লাভ হবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত আরটিও দপ্তরের সঙ্গে পরিবহণগুলির সংযোগ থাকবে, সেই হিসেবে বকেয়া কর দিতেই হবে। নইলে পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবহণ মালিকদের কর বাবদ জরিমানা বিষয়টি মকুব করা হয়েছে। সময়ের মধ্যে সরকারের বকেয়া কর মিটিয়ে না ফেললে পরবর্তীতে জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হতে পারে। চলতি অর্থ বর্ষের ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই প্রায় ৩৩ হাজার পরিবহণ বকেয়া কর সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ শনাক্ত করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ইংরেজবাজারের গয়েশপুর এলাকার মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ শনাক্ত করল পুলিশ। মৃতের নাম সিন্টু রায় (৪৫)। তার বাড়ি পুরাতন মালদা থানার বাচামারি মণ্ডলপাড়া এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তি পেশায় টোটক চালক ছিলেন। শুক্রবার ওই ব্যক্তির মহানন্দা নদী থেকে শ্বাসনালী কাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়। আর এই ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিল। মোবাইলে যোগাযোগ করেও পরিবারের লোকেরা তার কোনও সন্ধান চালাতে পারেনি। এরপরই শুক্রবার ইংরেজবাজারের গয়েশপুর এলাকায় মহানন্দা নদীর ঘাট থেকে সিন্টু রায়ের শ্বাসনালিকাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়।

মৃতের এক ছেলে রুদ্র রায় জানিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বাবাকে না পেয়ে অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ায় বাবার ছবি দিয়ে নিখোঁজের পোস্ট করেছিলাম। এরপরই পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে বাবার মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়টি আমরা জানতে পারি।

মৃতের ছেলে রুদ্র রায় জানিয়েছেন ,তার বাবা নেশা করতো এবং মাঝেমধ্যে রাতে দেরি করে ফিরত। কয়েকদিন আগে তার তার বাবা পাড়ায় মদ্যপ অবস্থায় এসে গালিগালাজ করলে একজন এলাকার যুবক তাকে মারধর করেছিল। এরপরই খুনের ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, সিন্টু রায় খুনের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কি কারনেই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে সে ব্যাপারে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

শীতের সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ধূপগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধূপগুড়ি: শনিবার সাতসকাল বিধ্বংসী আগুনের ঘটনা ঘটল ধূপগুড়ির এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ জাতীয় সড়কের হরিমন্দির এলাকায় একটি গোডাউনে। কনকনে শীতের সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ধূপগুড়িতে। ঘটনাস্থলে যায় ধুপগুড়ি থানার পুলিশ, ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর চারটে নাগাদ হরিমন্দির এলাকার একটি ভাঙাবাড়ির গোডাউনে আগুন লাগে। কিভাবে আগুন লাগল তা এখনো স্পষ্ট নয় তবে ঘটনাস্থলে দমকলে দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভানো চেষ্টা করে। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন কিছুটা হল নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে সেই গোডাউনে প্লাস্টিকের যাবতীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে পুরনো গাড়ির যন্ত্রাংশ থাকায় আগুন বড় আকার ধারণ করে। যার জেরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা দমকলের তরফে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে। কোনো হতাহতের খবর নেই।

‘শেখ শাহজাহান মায়ানমারে পালিয়ে রোহিঙ্গা জোগাড় করছে’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: শেখ শাহজাহান মায়ানমারে পালিয়ে গেছে রোহিঙ্গা জোগাড় করতে মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের ঘুণারমাঠে সাংসদ উন্নয়ন তহবিলের একটি পাকা ঘাটের উদ্বোধন করতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, শেখ শাহজাহান মায়ানমারে পালিয়ে গেছেন রোহিঙ্গা জোগাড় করতে। ইডি আধিকারিকরা হানা দিতেই যা তুলকালাম ঘটেছিল সেদিন তার দ্বিগুণ তুলকালাম করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করে বেরাচ্ছে এখন শেখ শাহজাহান। এটা অ্যান্টি গভর্মেন্ট কার্যক্রম। শাহজাহানের বৃহত্তর সাজা হবে। একই সঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন পুলিশ শাহজাহানকে খুঁজেই না। খুঁজলে তো খুঁজে পাবে। পুলিশ সহযোগিতা করে ওকে দেশের বাইরে বের করে দিয়েছে এমনটাও বলেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার ফোন সার্চ করলে অনেক কিছু পাওয়া যাবে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মুখ্যমন্ত্রীর ফোন সার্চ করলেও অনেক কিছু তথ্য পাওয়া যাবে বলে দাবি করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। শনিবার খড়গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন মেদিনীপুরের সাংসদ। সাংবাদিকরা দিলীপ ঘোষকে ইডির সুজিত বোসের ফোন বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তদন্তে ফোন প্রয়োজন হলে তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে। তাছাড়া ওই মন্ত্রীর একাধিক ফোন রয়েছে। উনি প্রয়োজন হলে সেই সব ফোনে কাজ করতে পারেন। দিলীপ ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, ইডি প্রয়োজনে যদি মুখ্যমন্ত্রীর ফোন সার্চ করে তাহলে সেখানেও অনেক কিছু পাওয়া যাবে। লোকসভা ভোটের আগে ইডি সিবিআই তৎপরতা এবং তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, তৃণমূলই তো বলতো খেলা হবে, খেলা হবে। খেলা কেমন হবে সেটা বুঝুক এবার।

পাহাড়ে বিষ্ণুপ্রসাদকে বিমল গুরুং এর সমর্থন নিয়ে তিনি বলেন, উনারা এর আগেও লড়েছেন, কিছুর কিছু হয়নি। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি ক্যান্ডিডেট ঠিক করে আর ভোট দেয় সাধারণ মানুষ।

ইন্ডিয়া জোটে নীতীশ এবং মমতার গরহাজির প্রসঙ্গে বলেন, ইন্ডিয়া জোটে কাজের কাজ কিছুই হয় না। শুধু নেক্সট কবে বৈঠক হবে সেটা ঠিক হয়। ঠিক যেভাবে পিকনিক পার্টিরা শীতকালে পিকনিক করে, ঠিক এভাবে ওরা পিকনিক করতে আসে।

জঙ্গলমহলে শুরু হচ্ছে টুসু উৎসব

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

রবিবার থেকে জঙ্গলমহলে শুরু হচ্ছে মকর পরব। রাঢ় বাংলায় টুসু পুজোকে কেন্দ্র করে প্রাচীন জনজাতিগুলির সেরা উৎসব হওয়ায় একে টুসু পরবও বলা হয়। বাড়িতে নতুন ধান ওঠার পর তিনদিন ধরে চলা এই মকর পরবে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা কার্যত উৎসবের মেজাজে থাকে। ছোটনাগপুর অঞ্চল সংলগ্ন এই ৪ জেলায় মাহাতো, সান্তাড়, ভূমিজ, মুন্ডা, লোধাশবর জনগোষ্ঠীর মানুষ এই উৎসবে সামিল হন। রবিবার টুসু জাগরণের রাত থেকে ঘরে ঘরে বিভিন্ন রকমের পিঠে পুলি তৈরির ধুম পড়ে যাবে। এই চার জেলার হাট বাজারগুলিতে চৌডল এবং টুসু প্রতিমা বিক্রি হচ্ছে। এই প্রতিমা নিয়েই তিনদিন ধরে চলে টুসু গান। টুসুকে মাথায় নিয়ে গান এবং করতাল ও মাদলের বাজনার তালে তালে বাসিন্দারা নাচও করেন। প্রতিটি বাড়ির ছেলেমেয়েরা যেহেতু মকর সংক্রান্তির দিন সকাল বেলা স্নান করে নতুন জামা কাপড় পরে, তাই পোশাকের দোকানগুলিতে ভিড় জমেছে। পরবের এই তিনদিন বিভিন্ন এলাকায় মোরগ লড়াই এবং মকর মেলা হয়ে থাকে। সংক্রান্তির দিন সকালে মকর ডুব দিয়ে পিঠে পিঠে খাওয়ার পর নতুন জামা কাপড় পরে সেই সব মেলায় যান গ্রাম বাংলার মানুষ। মেলায় চৌডলে বসানো টুসু প্রতিমার প্রদর্শনীও হয়। উৎসবের শেষ দিন টুসু নাচ গানে মেতে বিকেলে নদীর জলে টুসুকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

ভোট বয়কটের হুমকি দাদপুরের বাসিন্দাদের

বনস্পতি দে ● হুগলি

আগে পাকা রাস্তা হোক, তারপর ভোটের কথা ভাবা যাবে। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে এখন একই সুর হুগলির দাদপুরের একটা বড় অংশের মানুষের মুখে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের আগে শুধুই প্রতিশ্রুতি, ভোট মিটলে আর দেখা পাওয়া যায় না নেতাদের। হুগলির মাকালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঙালপাড়ার মাটির রাস্তাটি দীর্ঘ পাঁচ-সাত বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না। প্রশাসনের কাছে রাস্তা সারাই, পাকা করার দাবি জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। শুধু মিলেছে প্রতিশ্রুতি। হচ্ছে হবে বলে দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন প্রশাসনের কর্তারা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, প্রতিবার ভোট এলেই রাস্তার মাপজোক শুরু হয়। রাস্তা হবে বলেও শোনা যায়। কিন্তু, হয় না। রাস্তার এমনই বেহাল দশা যে, বর্তমানে ছোট থেকে বড় কোনও গাড়িই রাস্তায় ঢুকতে পারে না। বৃষ্টি হলে তো আর কথাই নেই। বর্ষকালে রাস্তা যেন হয়ে ওঠে আস্ত নরক।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর দ্বিতীয় সিভিল জর্জ সিনিয়ার ডিভিশান আদালত
কেস নং- T. S. No.- ১০৭/৯৯ সাল
দেবাশিষ চক্রবর্ত্তী .... বাদী
বনাম
সুকুমার নায়েক দিগর .... বিবাদী
To: D.F.- 03/02/2024

১। (ক) **লক্ষ্মী রানী মুনিয়ান,** স্বামী – চৈতন্য মুনিয়ান, গ্রাম + পোস্ট – নুনহন্ড, থানা- ভগবানপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ১। (খ) **স্বপন মুনিয়ান,** ১। (গ) **দুলাল মুনিয়ান** ১। (ঘ) **উদয় মুনিয়ান,** সর্ব পিতা- ৺চৈতন্য মুনিয়ান, গ্রাম + পোস্ট – নুনহন্ড, থানা- ভগবানপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ১। (ঙ) **শেফালি মির্দ্ধা প্রঃ নিশা,** স্বামী অটল মির্দ্ধা, প্রযত্নে- অটল বিহারী মির্দ্ধা, গ্রাম + পোস্ট - নুনহন্ড, থানা- ভগবানপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, ১। (চ) **উষা রানী সাউ,** স্বামী – ৺রাজেন্দ্র নাথ সাউ, প্রযত্নে- বাচ্চু সাউ, গ্রাম + পোস্ট – অমর্ষি, থানা পটাশপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, ১। (ছ) **কাজল ধাড়া,** স্বামী – তপন ধাড়া, গ্রাম + পোস্ট – শুশিন্দা, থানা- নারায়নগড়, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ১। (জ) **মোহিনী মুনিয়ান** স্বামী - ৺চৈতন্য মুনিয়ান, গ্রাম - পানিশিউলি, পোস্ট – আঁতরখী, থানা- খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ১। (ঝ) **লক্ষ্মীকান্ত মুনিয়ান প্রঃ বাপি,** পিতা- ৺চৈতন্য মুনিয়ান, গ্রাম – পানিশিউলী, পোস্ট – আঁতরখী, থানা- খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ১। (ঞ) **সুশান্ত মুনিয়া,** পিতা- ৺চৈতন্য মুনিয়ান, গ্রাম + পোস্ট – আঁতরখী, থানা- খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ১। (ট) **অলকা সিং,** স্বামী – অমর সিং সাকিন – কোলুয়া, পোস্ট – আঁতরখী, থানা- খড়গপুর লোকাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর,
.....বিবাদিগন

এতদ্বারা উপরিউক্ত বিবাদীগণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর (লোকাল) থানার অন্তর্গত পানিশিউলি সাকিনের বাসিন্দা **শ্রী দেবাশিষ চক্রবর্ত্তী,** পিতা- শ্রী ক্ষিতিষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনাদের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত নং মোকাদ্দমায় বাদী হইয়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত পানিশিউলি মৌজার জে এল নং ৬০৭/৫৬১ খতিয়ান নং- ২৫, প্লট নং ২৫৬, পরিমান- ১২ ডেসিমল সমত্তিতে Declaration of Title and permanent injunction পত্তন বাবদে উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি পাইবার ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিলবাবু গণের দ্বারা হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন নতুবা আইন মতাবেক কার্য্য করা হইবে। ইতি

অনুমত্যানুসারে
সুপ্রিয় পাত্র
সেরেস্তাদার
দ্বিতীয় সিভিল জর্জ জুনিয়ার ডিভিশান আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর তাং- ১৮.১২.২০২৩

পুকুর থেকে প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য কামারপুকুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির কামারপুকুরে পুকুর থেকে এক প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। মৃতের নাম কালো মাল (৫৪)। বাড়ি কামারপুকুর পঞ্চায়েত লাহা বাজারে। শুক্রবার সন্ধ্যে থেকে ওই প্রৌঢ় নিখোঁজ ছিলেন। শনিবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা প্রৌঢ়ের মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন। গোঘাট থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। পরিবারের সদস্যরা শুক্রবার রাত থেকে খোঁজখবর করছিলেন। মৃতের ছেলে মিঠু মাল বলেন, বাবা বাড়ি থেকে সন্ধেবেলায় বেরিয়েছিল। রাত দশটার পরেও বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করি। পরিচিত কোনও ব্যাক্তির বাড়িতে গিয়েছে ভেবেছিলাম। এদিন সকালে বাড়ির কাছের পুকুর থেকে দেহ উদ্ধার হয়। পুকুরে বাবা কিভাবে পড়ে গেল বুঝতে পারছি না। পঞ্চায়েত উপপ্রধান শুভ্রপ্রকাশ লাহা বলেন, পুকুরে মৃতদেহ ভেসে ওঠার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তি এই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাটি দুঃখজনক। গোঘাট থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহটি পাঠানো হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

শিলিগুড়িতে তেলবাহী ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় আহত মহিলা: তেলবাহী ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক মহিলা। শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত মহিলার নাম চুমকি দাস চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুরনগর এলাকার বাসিন্দা চুমকিদেবী স্থানীয় একটি কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি তেলের ট্যাঙ্কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই মহিলাকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে মহিলা গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আহত মহিলাকে স্থানীয় নার্সিংহোমে ভর্তি করে। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

অবসর নিলেও আজও ছাত্রছাত্রীদের কাছে মিহিরবাবু পরিচিত ‘অঙ্ক দাদু’ হিসেবে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বইমেলাতে অঙ্কের দাদুর দোকানেই ভিড় করছেন বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়ারা। সহজ-সরল পদ্ধতিতে অঙ্ক শেখার জন্যই এখন মালদা জেলার বইমেলাতেই অঙ্কের দাদু হয়ে উঠেছেন পড়ুয়াদের কাছে হিরো। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের বাসিন্দা মিহির সমাজদার পেশায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাঁকে এখন পড়াশোনার জগতে ‘অঙ্কের দাদু’ নামেই ডেকে থাকেন পড়ুয়ারা। বলাবাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়াদের মধ্যে অঙ্ক নিয়ে খুব ভয় থাকে। অনেকেই সহজে বুঝতে পারে না কিভাবে অঙ্কের সমাধান হবে। বইয়ের ভাষা খুব জটিল? বিভিন্ন লেখক লেখিকাদের বই বোধগম্য হচ্ছে না। এই সমস্ত কিছুর সমাধান করতে এগিয়ে এসেছেন অঙ্কের দাদু। ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সহজ-সরল ভাষায় অঙ্কের বই লিখে চলেছেন সত্তর বছরের গণ্ডি পেরানো মিহির সমাজদার। তাঁর লেখা বই এখন বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ বইয়ের সরলতা। আর এই কারণেই এখন অঙ্কের জগতে ‘দাদু’ নামে পরিচিত বালুরঘাটের প্রাক্তন অঙ্কের শিক্ষক মিহির সমাজদার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বই লিখে চলেছেন। শিশু শ্রেণি থেকে বিএসসি পর্যন্ত তিনি অঙ্কের বই লিখেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য সিলেবাস মেনেই তিনি বই লিখেন। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ টি বই লিখেছেন তিনি। সবগুলি অঙ্কের বই। তবে মিহির বাবুর লেখা বই আপনি কোন দোকানে কিনতে পাবেন না। শুধুমাত্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত বই মেলাতেই পাবেন।

উল্লেখ্য, মালদা জেলা ৩৫ তম বই মেলাতেও অঙ্কের দাদু স্টল খুলে বসেছেন। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় লক্ষ্যণীয়। মালদা জেলা বইমেলাতে আসলে দাদুর কথা জিজ্ঞেস করলে আট থেকে আশি সকলে বলে দিচ্ছেন দাদুর স্টল সোজা গিয়ে বাম দিকে। বর্তমানে গোটা বছর মিহিরবাবু বই লেখালেখি করেন। বইমেলার সিজনে তিনি নিজে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত বইমেলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে স্টল দিয়ে বই বিক্রি করেন। বর্তমানে এটি তার নেশা।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তার বইয়ের কদর রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই তিনি এই বইগুলি বিক্রি করছেন। বর্তমানে চাহিদা ব্যাপক হারে। মিহিরবাবু জানিয়েছেন, তিনি অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। সে সময় ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। অঙ্কের বিষয়ে অনেকেরই নানান সমস্যা জটিলতা দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই সহজ সরল ভাষায় বই লেখার চিন্তাভাবনা। অবসর নেওয়ার পর থেকেই শুরু করেন এই বই লেখার কাজ। এখনো তিনি লিখেই চলেছেন এই বই। স্কুলস্তর বা কলেজ স্তরের সিলেবাস পরিবর্তন হয়। সিলেবাস পরিবর্তন হলে তিনিও তার বইয়ের পরিবর্তন করেন ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য। অবসরের পরে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন সহজ সরল বই উপহার দেওয়ার জন্যই এখন তিনি রাজ্যজুড়ে অঙ্কের দাদু নামে পরিচিত।

“ফর্ম নং আইএনসি-২৬”
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
আর্যম্যান বিল্ডটেক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U70102WB2013PTC196336) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ইসি-সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৪ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে জয়পুর অধিক্ষেত্র অধীন “রাজস্থান রাজ্যে” কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে রাজস্থান রাজ্যে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরি উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
আবেদনকারীর পক্ষে
আর্যম্যান বিল্ডটেক প্রাইভেট লিমিটেড’এর পক্ষে
সঞ্জয় আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০২৩২০০৬
তারিখ : ১৪.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

“ফর্ম নং আইএনসি-২৬”
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স যমুনা জ্যোতি ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U70200WB1999PTC089890) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ইসি-সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৪ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৪ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য” থেকে জয়পুর অধিক্ষেত্র অধীন “রাজস্থান রাজ্যে” কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে রাজস্থান রাজ্যে অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরি উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
আবেদনকারীর পক্ষে
যমুনা জ্যোতি ডেভলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড’এর পক্ষে
সঞ্জয় আগরওয়াল
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০২৩২০০৬
তারিখ : ১৪.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা

বিনা নিলামে লক্ষ টাকার গাছ কেটে চুরির অভিযোগ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিলাম না করেই প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকার গাছ কেটে চুরির অভিযোগে কাঠগড়ায় বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লাউগ্রাম পঞ্চায়েত।

অভিযোগ, প্রায় লক্ষ লক্ষ টাকার শিরিষ, সোনাঝুরি ও ইউক্যালিপটাস গাছ হাপিস। কাঠগড়ায় বাঁকুড়ার কোতুলপুরের লাউগ্রাম পঞ্চায়েত। সরকারি নিয়ম না মেনে নিলাম না করেই কী ভাবে গাছ কাটল পঞ্চায়েত, তা নিয়ে শোরগোল পড়ল বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লাউগ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটপাগলা ও ডিঙাল সহ একাধিক এলাকায়। প্রায় ১২-১৫ বছর আগে বাম আমলে পঞ্চায়েত থেকে লাগানো হয়েছিল কংসাবতী ক্যানেলের পার বরাবর এই গাছগুলি। স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রশ্ন, কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই কী ভাবে এত পুরনো গাছ কাটতে পারে, অভিযোগের তির স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের দিকে। লাউগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুকুমার সাঁতরা নিজের মুখে স্বীকার করে জানান, নিলাম না করেই গাছ চুরি হয়েছে। গাছ চুরির সময় তাঁরা কিছু জানতেনই না। বিডিও বলার পর জানতে পারেন। লাউগ্রাম পঞ্চায়েতের ডিঙাল ও ছোট পাগলা ইত্যাদি এলাকায় কোনও রকম নিলামি না করেই বিজেপির ছেলেরা গাছ চুরি করেছে এমনটাই তিনি দাবি করেন।

বিজেপির দাবি, পঞ্চায়েতের ফান্ডে টাকা জমা না করে নিজেদের ফান্ডে টাকা জমা করছে তৃণমূল। যে কারণে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল দিনের পর দিন কমে চলেছে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'তৃণমূল শৃঙ্খলা পরায়ণ দল। আমাদের দলের কেউ এই ধরনের কাজে লিপ্ত হবে না। আমাদের দল এই ধরনের কাজ বরদাস্ত করবে না, তবে প্রশাসন রয়েছে যদি কিছু হয় তার ব্যবস্থা প্রশাসন করবে।'

সালানপুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারে গ্রেপ্তার ভিক্ষা দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সালানপুরের বোলকুণ্ডার অর্ধনগ্ন অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় সালানপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাঁরই ভিক্ষা দাদা লাল্টু চট্টোপাধ্যায়কে (৪০)। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্পত্তির জেরেই ভিক্ষা দাদার হাতে বোনকে খুন হতে হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে মাধাইচক থেকে বোলকুন্ডা যাওয়ার রাস্তার পাশেই মিঠু রায় নামে এক মহিলার অর্ধনগ্ন অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের পরে জানা যায়, মহিলা ধর্ষণের শিকার হননি এবং সেরকম কোনও অত্যাচারেরও চিহ্ন তাঁর শরীরে পাওয়া যায়নি। তবে শ্বাসরোধ করে তাঁর হত্যা করা হয়েছে। মিঠু রায়ের বাবা দামোদর রায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই পুলিশ তদন্ত নেমে মিঠু রায়ের মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস বের করে পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারে তাঁর ভিক্ষা দাদা বোলকুন্ডা গ্রামের বাসিন্দা লাল্টু চট্টোপাধ্যায়েরর সঙ্গে তাঁর সব থেকে বেশি কথাবার্তা হত।

পুলিশ লাল্টুকে সন্দেহের জেরে হেপাজতে নেয়। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের জেরে লাল্টু স্বীকার করে সম্পত্তি নিয়ে তার সঙ্গে মিঠুর দীর্ঘদিন ধরে একটা বচসা ও ঝঞ্ঝাট লেগেছিল। যেহেতু সব সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ বহুদিন ধরেই লাল্টু রাখছিল, মিঠু বেশ কয়েকদিন ধরে সেই সেসব চাইছিলেন এবং এ নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হয়। মৃতার বাবা দামোদর আগেই ঘোষণা করেছিলেন তাঁর সম্পত্তি সমান দুই ভাগে ভাগ হবে, কিন্তু মিঠু বা লাল্টু কেউ তা চাননি বলে দাবি। তাঁরা দু'জনেই সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকার চাইছিলেন এবং মিঠু তাঁর সমস্ত খরচ লাল্টুকেই দিতে বাধ্য করতেন বলেও দাবি।

পুলিশের আরও দাবি, মঙ্গলবার মিঠু রায় বাড়ি থেকে পিকনিকের নামে বেরলেও তিনি প্রথমে যান লাল্টুর পাহাড়গোড়ার বাড়িতে এবং সেখানে খরচবাবদ টাকার দাবি করেন। এই নিয়েই মিঠুর সঙ্গে তাঁর প্রথমে ঝগড়া তারপর হাতাহাতি সৃষ্টি হয় এবং রাগের বশে মিঠুর মুখ চেপে ধরে লাল্টু, তারই জেরে মৃত্যু হয় মিঠুর। তারপর মৃতদেহটি নিয়ে ট্যাম্পতে করে নিয়ে গিয়ে বোলকুন্ডার রাস্তার পাশেই জঙ্গলে ফেলে পালিয়ে যায় লাল্টু। যা লাল্টু পুলিশের কাছে স্বীকার করে বলে দাবি। শনিবার ধৃত লাল্টু চট্টোপাধ্যায়কে আসানসোল আদালতে তোলা হয়। তদন্তসাপেক্ষে ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের আর্জি জানানো হয়। আদালত অভিযুক্তকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

রাস্তা শেষের আগেই পিচ ওঠার দাবিতে কাজ বন্ধ এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার আগেই পিচ উঠতে শুরু করেছে বলে দাবি, প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয়রা।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের মাধাইগঞ্জ থেকে উখড়া পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার পিচের রাস্তা তৈরির বরাত পেয়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করেন। এই রাস্তাটি পূর্ত বিভাগের অর্থানুকুল্যে তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় তৈরি হচ্ছে এই রাস্তা। কিছুদিন আগেই এই রাস্তা তৈরির ঠিকাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, রাস্তার ওপর নির্মাণ সামগ্রী রেখে দেওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটার। ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমে আসতেই তড়িঘড়ি ঠিকাদার রাস্তা থেকে নির্মাণ সামগ্রী সরিয়ে নেন।

এবার ওই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার লাউদোহা মোড়ের কাছে তৈরি রাস্তার কাজ বন্ধ করলেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা শতদ্বীপ ঘটকের দাবি, রাস্তা যে ভাবে তৈরি হয়েছে, তা মোটেও কাঙ্খিত নয়। নিয়মমতো রাস্তা তৈরি করার আগে যে সকল পরিকল্পনা নেওয়া হয় তা নেওয়া হয়নি এখানে। তাছাড়াও নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই উঠে যাচ্ছে রাস্তার পিচ। রাস্তার কাজ বর্তমানে চলাকালীন পিচ উঠে যাওয়ায় ঠিকাদারের এই কারচুপির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় রুইদাসের দাবি, যে ভাবে রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে তাতে মনে হয় এর আগেই রাস্তার যে রূপ ছিল তা অনেক ভালো ছিল। যেখানে রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়নি, তার মধ্যেই উঠে যাচ্ছে রাস্তার পিচ। নতুন রাস্তা পা দিয়ে খুড়তেই বেরিয়ে পড়ছে পুরনো রাস্তার কঙ্কাল। এই বিষয়ে রাস্তার কাজকর্ম দেখাশোনা করতে আসা ঠিকাদারের এক শাগরেদ কোনও সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। এই শাগরেদকে ঘিরেই বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। স্থানীয়দের দাবি, রাস্তাটি পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে দিক। নতুবা নিয়মমতো যেভাবে রাস্তা তৈরি করার বরাত রয়েছে সে ভাবেই হোক রাস্তার কাজ।

একাধিক দাবিতে কোল ওয়াসারিতে চাকা জ্যাম, আন্দোলনে ঠিকা শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে চুরি বন্ধ করা সহ ঠিকা শ্রমিকদের দীর্ঘ ১১ মাসের বেতন ও বোনাস অবলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে শনিবার চাকা জ্যাম করে আন্দোলন শুরু করেছে শ্রমিক সংগঠন যৌথ মঞ্চ। সিটু, এআইটিইউসি যৌথ ভাবে এই আন্দোলন শুরু করেছে। ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে কর্মরত ১৪৮ জন ঠিকা শ্রমিক শনিবার ওয়াসারির মূল গেট আটকে বিক্ষোভ দেখান ও ওয়াসারিতে কোনও গাড়ি প্রবেশ করতে না দিয়ে চাকা জ্যাম করে আন্দোলন চালান।

যৌথ মঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট দীপক মাহাত শনিবার ওয়াসারির মূল গেটে আন্দোলনরত শ্রমিকদের পাশে থেকে দাবি করেন, ভোজুডি কোল ওয়াসারি বন্ধ করার একটা চক্রান্ত চলছে। ওয়াসারিতে নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও কোটি কোটি টাকার বিভিন্ন জিনিস চুরি হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ ১১ মাস ধরে এই ওয়াসারির ১৪৮ জন ঠিকা শ্রমিক তাঁদের বেতন পাননি। একাধিকবার ওয়াসারি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি, তাই বাধ্য হয়েই শ্রমিকরা ওয়াসারির গেট আটকে চাকা জ্যাম করে আন্দোলন শুরু করেছেন। কর্তৃপক্ষ যতদিন না শ্রমিকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেবে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে বলে জানা তিনি।

ভোজুডি কোল ওয়াসারির প্রোজেক্ট অফিসার সঞ্জয় আগরওয়াল দাবি করেন, একটা সমস্যা হয়েছিল, তার জন্য শ্রমিকদের বেতন হয়নি। সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। খুব দ্রুত শ্রমিকদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর ওয়াসারির চুরি রুখতে নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বীরভূমে বনবানি চেতনা উদ্যোগের আয়োজনে শুরু হয়েছে বোলপুর ফুল মেলা। ডাকবাংলো ময়দান সংলগ্ন মাঠে ফুল মেলা উপলক্ষে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

সেক্সটরশন স্ক্যামে ছেলেরাই বেশি জালিয়াতির শিকার, সেমিনারে দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইন্টারনেটে সেক্সটরশন স্ক্যামে মেয়েদের থেকে ছেলেরাই বেশি জালিয়াতির শিকার হন, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সেমিনারে এমন দাবি উঠে এল শনিবার। ইন্টারনেটের যুগে নানাবিধ স্ক্যাম থেকে কী ভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায়, তাই নিয়ে বাঁকুড়া সাইবার থানার তরফ থেকে বাঁকুড়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে যুবক-যুবতীদের বিশেষ পাঠ দেওয়া হয়। সেখানে উঠে এল সেক্সটরশন, যৌনতাকে ব্যাবহার করে ব্ল্যাকমেল করে পকেট খালি করে দেওয়ার জালিয়াতি।

একটি সুন্দর ছবি লাগানো প্রোফাইল থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করার পর হঠাৎ করে ভিডিও কল। কলের ওপার থেকে আপনার উন্মুক্ত ছবি বা ভিডিও চেয়ে অশালীন আবদার। আবেগঘন হয়ে সেই আবদারের জালে পা দিলেই আপনার ছবি বা ভিডিও পৌঁছে যাচ্ছে দুর্বৃত্তদের কাছে, ব্যস তারপর শুরু হবে ব্ল্যাকমেল করা। মুখ রক্ষার কথা ভেবে ধ্বংস হয়ে যাবে মানসিক শান্তি। চাপে পড়ে নষ্ট হবে অর্থ। এটাকেই বলে সেক্সটরশন'।

বাঁকুড়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গৌতম বুদ্ধ সুরাল বলেন, 'বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সাইবার ব্রাঞ্চের তরফ থেকে বাঁকুড়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বিশেষ সচেতনতামূলক সেমিনারের অনুরোধ আসে, সেই প্রস্তাব আমরা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করি। সাইবার সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সামাজিক মাধ্যমে অজানা ব্যক্তির বন্ধুত্বের বাড়ানো হাত এড়িয়ে চলতে হবে, না জেনে বুঝে যে কোনও লিংকে ক্লিক করা যাবে না, লোভে পড়ে টাকা গ্রহণ করার জন্য নিজের ইউপিআই দিয়ে অন্যের পাঠানো স্ক্যানারে স্ক্যান করা যাবে না।' এছাড়াও বহু ডিজিটাল স্ক্যাম নিয়ে কথা বলা হয় এদিন। বাঁকুড়া সাইবার থানা থেকে উপস্থিত ছিলেন দুই আধিকারিক।

তিন সাধুকে গণপিটুনির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার গৌরাঙ্গডি গ্রামের গণপিটুনির শিকার বলে দাবি করা তিন সন্ন্যাসীকে নিয়ে শনিবার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো পুরুলিয়া শহরের কালী মন্দিরে পুজো দিলেন।

জানা গিয়েছে, তিন সন্ন্যাসী সহ পাঁচজন উত্তরপ্রদেশের বেরেলি থেকে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার গৌরাঙ্গডি গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। মধুর গোস্বামী ও তাঁর দুই ছেলে প্রমোধ ও সুনীল গোস্বামী গঙ্গাসাগরের উদ্দেশ্যে তাঁদের গাড়ি গ্রামে এসে পৌঁছয়। সেই সময় তাঁদের গাড়িটিকে আটকানো হয়। তারপর তাঁদেরকে ঘিরে ধরে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ভাঙচুর হয় তাঁদের গাড়ি। পুলিশ খবর পেয়ে তাঁদের উদ্ধার করে সুরক্ষিত স্থানে রাখে। শুক্রবার খবর পেয়ে কাশীপুর থানায় গিয়ে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও বিজেপি নেতৃত্ব সন্ন্যাসীদের পুরুলিয়ায় নিয়ে আসেন।

শুক্রবার প্রমোধ গোস্বামী কাশীপুর থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে কাশীপুর থানার পুলিশ। শনিবার তাদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সাধু নিগ্রহের ঘটনায় ৫ জনের ৪ দিন পুলিশ হেপাজত, ৭ জনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় রঘুনাথপুর মহকুমা আদালত। ধৃতদের নাম সুনীল বাউরি, বিমল কৈবর্ত, অনিল কৈবর্ত, হীরালাল প্রামাণিক, পল্টু হালদার, রাজেশ হালদার, মিহির কৈবর্ত, মলয় দে, অনন্ত হালদার, মেঘনাথ দে, রাজকুমার হালদার, তারকনাথ হালদার।

বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, সন্ন্যাসীদের গাড়ি যখন কাশীপুর থানার গৌরাঙ্গডি গ্রামে পৌঁছতেই শেখ আনোয়ার নামে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার তাঁদের গাড়ি আটকান। তারপর স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে তাঁদের ব্যাপক গণপিটুনি দেন। তাঁদের উলঙ্গ করে পিটুনি দেওয়া হয়। এই গণপিটুনির শিকার সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তাঁদের পেছনের দরজা দিয়ে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কাশীপুর থানার পুলিশ। সাংসদ নিগ্রহের ঘটনার জন্য সন্ন্যাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়ার দাবি, 'এটি গুজবের জেরে ঘটে যাওয়া একটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা। সেটাকে বিজেপি রাজনৈতিক রঙ দিচ্ছে। ওই ঘটনার নিন্দা আমরাও করছি। মনে রাখতে হবে পুলিশ অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। সেই জন্যই পুলিশও ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেছে এবং সাধুরাও সেটা স্বীকার করেছেন।'

তৃণমূল নীতি ও আদর্শহীন, বাঁকুড়ায় দাবি বিমান বসুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের শাসক তৃণমূলকে 'নীতি ও আদর্শহীন' বলে দাবি করলেন বিমান বসু। কংগ্রেস মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে আরএসএস ১৯৯৮ সালে তৃণমূল তৈরি করে, একই সঙ্গে 'ধাইমা'র ভূমিকাও পালন করে ওই সংগঠনটি। এমনটাই দাবি বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর। শনিবার বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে দলের সাত বারের সাংসদ প্রয়াত বাসুদেব আচারিয়ার স্মরণসভায় এই দাবি করেন তিনি। নিজের দাবির সমর্থনে তিনি জানান, আজ পর্যন্ত তৃণমূল নেত্রী সহ ওই দলের কেউ আরএসএসের বিরুদ্ধে কথা বলেন না।

নিজের দলের প্রসঙ্গে বলতে তাঁর দাবি, সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই কমিউনিস্ট না। একজন আদর্শ কমিউনিস্ট মানুষের পাশে থাকবে, মানুষের স্বার্থে কাজ করবে, মানুষের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজ করবে না। একজন কমিউনিস্ট সবসময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে থাকবে। কারণ কমিউনিস্টরা সমাজ পরিবর্তনের কারিগর। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আকাশ থেকে পড়ে না। একজন মানুষের কাজই প্রমাণ করবে, তিনি মার্কসবাদী চিন্তাধারার কিনা।

এদিন সিপিএম বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে দলের প্রয়াত সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিমান বসু। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিয় পাত্র, দেবলীনা হেমব্রম, রাজ্য কমিটির সদস্য অভয় মুখোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক অজিত পতি সহ অন্যান্যরা।

অণ্ডালে নক আউট ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন গ্ল্যান্ড স্কোয়াড দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: চলতি মাসের ৬ তারিখ প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবারও উখড়া স্কুল ময়দানে শুরু হয়েছিল উখড়া গেমস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে ৬টি দল অংশ নিয়েছিল। এই নক আউট খেলায় চ্যাম্পিয়ন হল গ্ল্যান্ড স্কোয়াড (খড়গপুর) দল। শনিবার উখড়া স্কুল মাঠে ফাইনাল খেলাতে ডিএসএ ইস্টার্ন রেলকে (আসানসোল) ১ রানে হারিয়ে তারা চ্যাম্পিয়ন হয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কুড়ি ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান করে গ্ল্যান্ড স্কোয়াড দল। জবাবে কুড়ি ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রানে শেষ হয় ডিএসএ ইস্টার্ন রেলের ইনিংস। ফাইনাল খেলাতে ৪৩ বলে ৭৮ রান ও বল হাতে তিনটি উইকেট নিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হন জয়ী দলের রবি যাদব। টুর্নামেন্টে বিজয়ী দলকে বিশেষ ট্রফি ছাড়াও ৬০হাজার টাকার নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পান তিনি। এদিন ফাইনাল খেলায় বিশেষ অতিথি হিসাবে মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

যাতায়াতের সুবিধার্থে গাড়ি বানিয়ে বাবাকে উপহার ছেলের

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাটোয়া

নিজের হাতে চার চাকা গাড়ি তৈরি করে বৃদ্ধ বাবাকে উপহার দিলেন ছেলে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত রাজুয়া গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ আশরাফ মণ্ডলার ছেলে মঞ্জুর মণ্ডলা কারও সাহায্য ছাড়াই তৈরি করেছেন ব্যাটারিচালিত উইলি জিপ।

মঞ্জুর মণ্ডলা সর্বশিক্ষা মিশনে কর্মরত। মঞ্জুর তাঁর ৭২ বছর বয়সি বাবার যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই গাড়ি তৈরি করেছেন। তিনি জানান, রাজুয়া থেকে কাটোয়া শহরের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। তাঁর বাবা মহম্মদ আশরাফ মণ্ডলা এখনও বিভিন্ন প্রয়োজনে সাইকেল কিংবা মোটর সাইকেল করে প্রায়ই কাটোয়া যাতায়াত করেন। দিন দিন মোটর সাইকেলে দুর্ঘটনার খবর বাবার জন্য চিন্তায় ফেলে মঞ্জুরকে। সেই চিন্তা থেকেই নিজের হাতে ব্যাটারিচালিত জিপ তৈরির কথা মাথায় আসে মঞ্জুরের।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। কোনও প্রচার বা ব্যবসার জন্য নয়, শুধুমাত্র বাবার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই গাড়ি তৈরি করে তিনি। বাবার প্রতি ভালোবাসা থেকে তৈরি গাড়ির ভালোবেসে নাম রাখেন কিং। নিজে পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার না হলেও তাঁর তৈরি গাড়িতে কোনও অপেশাদারিত্বের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে না বলেই দাবি। প্রথমদিকে অনেক বাধা-বিপত্তি এলেও, সবকিছুকে অতিক্রম করে এই গাড়িটি তিনি তৈরি করেন।

পঞ্চাশ কিলোমিটার মাইলের সম্পূর্ণ গাড়িটি তৈরি করেছেন ইংরেজ আমলের ভিন্টেজ গাড়ির নকশার অনুকরণে। বডি তৈরি করে এনেছেন লেদ থেকে, ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করেছেন টোটোচালিত উন্নতমানের ব্যাটারি এবং বাকি সমস্ত কিছু তৈরি করেছেন নিজেই। উইলি জিপে মোট সিট সংখ্যা চারটি, সামনে চালকের সিট ও একটি ফ্রন্ট সিট এবং পেছনে দু'টি সিট। সামনে লাগানো একটি লুকিং গ্লাস। জিপটিতে মোট চারটি হেডলাইট লাগানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই জিপ গাড়িটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। জিপ গাড়িটি রাস্তায় চালানোর জন্য আরটিও দপ্তর থেকে সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত কোনও অনুমোদনপত্র পাননি, অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। মঞ্জুরবাবুর এই সাফল্যে তাঁর বাবা ও পরিবারের সঙ্গে গোটা গ্রামবাসী গর্বিত।

৩.৬ ডিগ্রিতে কাঁপছে রাজধানী
কুয়াশার দাপটে জারি চূড়ান্ত সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি: শৈতপ্রবাহে কাঁপছে দিল্লি। শুক্রবারই চার ডিগ্রির নীচে নেমে গিয়েছিল রাজধানীর তাপমাত্রা। শনিবার আরও নামল পারদ। মৌসম ভবন জানিয়েছে, শনিবার সকালে রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা এই মরশুমের শীতলতম দিন। সঙ্গে দোসর কুয়াশা। কুয়াশার দাপটে রাজধানীর স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। এক দিকে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা, অন্যদিকে ঘন কুয়াশা, এই দুইয়ের জেরে নাজেহাল দিল্লিবাসী।

শুক্রবার এই তাপমাত্রা ছিল ৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রা হু হু করে নামতে থাকায় শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে রাজধানী জুড়ে। মৌসম ভবন ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করেছে দিল্লি এবং এনসিআরে। এই পরিস্থিতি আগামী কয়েক দিন থাকবে বলেও পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। ঠান্ডার কামড় তো আছেই, তার সঙ্গে ঘন কুয়াশার কারণে রেল, সড়ক এবং বিমান পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে গত কয়েক দিন ধরেই।

ঘন কুয়াশার জেরে গত কয়েক দিন ধরেই দিল্লি এবং উত্তর ভারতগামী দূরপাল্লার ট্রেন বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরিতে চলছে। শনিবারও সেই ছবির কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। কুয়াশার কারণে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে দিল্লি, পঞ্জাব এবং হরিয়ানায়। চণ্ডীগড় এবং রাজস্থানেও সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন।

আবগারি দুর্নীতি মামলায় চতুর্থবার কেজরিওয়ালকে তলব ইডির

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি: আবগারি দুর্নীতি মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চতুর্থবার সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আগামী ১৮ জানুয়ারি তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে দিল্লির আবগারি দুর্নীতির তদন্তে মোট তিন বার কেজরিওয়ালকে তলব করেছে ইডি। প্রতি বারই হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। শেষ বার গত ২২ ডিসেম্বর তাঁকে সমন পাঠিয়ে গত ৩ জানুয়ারি ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। কিন্তু সে বারেও হাজিরা এড়ান আপ প্রধান। তার আগে তাঁকে গত ২ নভেম্বর এবং ২১ ডিসেম্বর তলব করে দু'টি নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু

কোনও বারেই ইডির সামনে হাজির হননি তিনি। উল্টে প্রশ্ন তুলেছেন, দু'বছর ধরে আবগারি দুর্নীতির মামলা চললেও কেন সিকি পয়সাও উদ্ধার করতে পারলেন না তদন্তকারীরা? কেন লোকসভা ভোটের আগেই বার বার সমন পাঠানো হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

এদিকে তাঁর সমনে সাড়া না দেওয়া নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির। গেরুয়া শিবিরের মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা তোপ দেগে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এই মামলায় কিছু লুকোতে চাইছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণেই বারবার হাজিরা এড়াচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে ইডি। আরেক মন্ত্রী রাজকুমার আনন্দের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। আপ নেতৃত্ব আগেই অভিযোগ তুলেছিল, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কেজরিকে গ্রেপ্তারের ছক কষেছে ইডি। তাই শেষ পর্যন্ত কেজরি ইডি-র ডাকে সাড়া দেবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে।

মুম্বইয়ের বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি: মুম্বইয়ের দোম্বিভিলির বহুতলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ৬ তলা থেকে আগুন একেবারে পৌঁছে যায় ১৮ তলায়। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বহুতলটি খালি করে দমকলকর্মীরা।

পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ দোম্বিভিলি পূর্ব এলাকার লোধা পালাভা টাউনশিপে একটি নির্মীয়মাণ বহুতলের ৬ তলায় প্রথম আগুন লাগে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছল পুলিশ ও দমকল বাহিনী। তড়িঘড়ি বহুতলটি খালি করা হয়। তারপর দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও দ্রুত আগুন বহুতলের উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বহুতলের একাংশের উপরের তলগুলি থেকে দাউদাউ করে আগুন বেরোনোর ভিডিও বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দমকলের ইঞ্জিনের জল উপরের তলগুলি পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। আগুন আশপাশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শর্ট সার্কিট থেকেই বহুতলটিতে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

চিনে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে নিহত ১০, নিখোঁজ আরও ৬ জন

বেজিং, ১৩ জানুয়ারি: চিনের হেনান প্রদেশের পিংডিংশানের একটি কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে দশজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবারের এই বিস্ফোরণে আরও ছয়জন নিখোঁজ হন। স্থানীয় সংবাদপত্র চায়না ডেইলির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় কর্মকর্তারা দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চায়না ডেইলির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের সময় কয়লা খনিতে ৪২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে দশজন মারা গেছেন এবং ছয়জন নিখোঁজ হয়েছেন। বাকি সবাই নিরাপদ। তিয়ানান কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের কয়লা খনিতে এই বিস্ফোরণ ঘটে। কয়লা খনি কয়েকজন শ্রমিককে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে।

ফের বড় জরিমানার মুখে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি: ফের বড়সড় অস্বস্তিতে পড়লেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' ও তাদের তিন সাংবাদিককে প্রায় ৪ লক্ষ মার্কিন ডলার জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। ট্রাম্পকে নিয়ে পুলিৎজার বিজয়ী এক প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে হওয়া মামলায় এমন অস্বস্তিতে পড়তে হল বিতর্কিত রিপাবলিকান নেতাকে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল ট্রাম্প ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন। সেখানে তাঁদের সম্পত্তি ও করের হিসেব নিয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ২০২১ সালে ট্রাম্প ওই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন। যদিও তিন সাংবাদিক সুজান ক্রেগ, ডেভিড বারস্টো ও রাসেল বুয়েটনারকে ২০২৩ সালের মে মাসেই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। ট্রাম্পের অভিযোগ ছিল, তাঁর ভাইঝি মেরি ট্রাম্প চুক্তি ভেঙে ট্রাম্পের করের রেকর্ড ওই সাংবাদিকদের দিয়েছিলেন। এই অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাটি এখনও আদালতে ঝুলে রয়েছে। ট্রাম্পের দাবি ছিল, ওই সাংবাদিকরা মেরি ট্রাম্পের সঙ্গে হওয়া তাঁর চুক্তির বিষয়ে জানেন।

২০১৮ সালের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর বাবা কর দপ্তরের কাছে সম্পদের অবমূল্যায়ন করে এবং একটি জাল কর্পোরেশন স্থাপনের মতো উপহার এবং উত্তরাধিকার কর এড়িয়ে গিয়েছেন। বিচারপতি রবার্ট রিড মামলাটির জটিলতা ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের তরফের আইনজীবীদের মামলাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৩৮ ডলার আইনি ফি বাবদ দিতে হবে।

১১ দিন পর হরিয়ানার খাল থেকে উদ্ধার মডেল দিব্যার দেহ

চণ্ডীগড়, ১৩ জানুয়ারি: অবশেষে খুনের ১১ দিন পর উদ্ধার মডেল দিব্যা আহুজার মৃতদেহ। পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, শনিবার হরিয়ানার ভাকরা খাল থেকে উদ্ধার হয়েছে দিব্যার মরদেহ।

উল্লেখ্য, শুক্রবারই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই ঘটনায় অভিযুক্ত রবি ভাঙ্গা নামে এক যুবককে। গুরুগ্রামের গ্যাংস্টার সন্দীপ গাডোলির খুনের অভিযোগের মামলার অন্যতম সাক্ষী ছিলেন তিনি। ২৭ বছরের মডেলকে খুনের অভিযোগ উঠেছে দিল্লির ব্যবসায়ী অভিজিৎ সিংয়ের বিরুদ্ধে।

শোনা যায়, সন্দীপের প্রেমিকা ছিলেন পাহুজা। ২০১৬ সালে মুম্বই গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানকার এক হোটেলে ছিলেন। সেই সময় হরিয়ানা পুলিশ নাকি তাঁদের ঘরে ঢোকে এবং গুলি করে সন্দীপকে খুন করে। পুলিশের দাবি, আত্মরক্ষার তাগিদেই গুলি চালানো হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, নিরস্ত্র সন্দীপকে এলোপাথাড়ি গুলি করে মারা হয়েছিল। দিব্যার মা সোনিয়াই নাকি পুলিশকে নিয়মিত খবর দিতেন।

সন্দীপের মৃত্যুর মামলার জেরে বেশ কিছুদিন জেলে থাকতে হয়েছিল দিব্যাকে। গত বছরই তিনি জামিন পান। শোনা যায়, মামলার অন্যতম সাক্ষী হয়েছিলেন তিনি। দিব্যার বোনের অভিযোগ, ২ জানুয়ারি অভিজিতের সঙ্গে তাঁর দিদি বেরিয়েছিল। সেদিন সকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ ছিল। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত গুরুগ্রামে অভিজিতের একটি হোটেল রয়েছে। শোনা গিয়েছে, সেই হোটেলের সিসিটিভি-তে দেহ টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য ধরা পড়েছে। এদিকে দিব্যার বোনের অভিযোগ, দিদির খোঁজে তিনি অভিজিৎকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু অভিজিৎ কোনও তথ্য দিতে অস্বীকার করেন।

জলন্ত বাসে পুড়ে মৃত্যু মহিলার

হায়দরাবাদ, ১৩ জানুয়ারি: বাস চালাতে চালাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চালক। আর তাতেই ঘটল ভয়ঙ্কর বিপত্তি। মাঝরাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস। দুর্ঘটনার জেরে উল্টে যাওয়া বাসে আগুনও লেগে গেল। বাসেই পুড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। ভয়াবহ এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তেলঙ্গানায়।

শনিবার ভোর রাতে চিত্তোরগামী একটি বাস উল্টে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জগন অ্যামাজন ট্রাভেলের একটি বাস হায়দরাবাদ থেকে চিত্তোর যাচ্ছিল। রাত তিনটে নাগাদ তেলঙ্গানার জগুলাম্বা গাদওয়াল জেলা দিয়ে যাওয়ার সময় বাস চালক ঘুমিয়ে পড়েন। এরফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় বাসের, মাঝ রাস্তায় উল্টে যায় বাসটি।দুর্ঘটনার পর বাসের যাত্রীরা কোনওমতে জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসলেও, এক মহিলা যাত্রীর হাত আটকে যায় সিটের মাঝে।

NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No. : FUL/005/5th SFC/2023-24
Date: 09.01.2024
Tender is invited through online only from the experienced and resourceful bidders for execution of the works(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal (**www.wbtenders.gov.in**).
Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
BOKCHARA ,
North 24 Paraganas

BANSBERIA MUNICIPALITY TENDER NOTICE
The Chairman, Bansberia Municipality invites e-Tenders from Bonafide Contractors **WBMAD/CHAIRMAN/BNS/NIT-13/2023-24, Dated : 13/01/2024.** For details log on to **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bansberia Municipality

TENDER NOTICE
E Tender is invited through on-line Bid System vide **NIeT No: - 04/ANDUL-II GP/2023-24 & 05/ ANDUL-II GP/2023-24.** With Vide Memo No. **35/Andul-II GP/2023-24 & 36/Andul-II GP/2023-24, Dated: - 11-01-2024,** The Last date for online submission of tender is **29/01/2024 upto 02.00 P.M.** For details please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchaya

Rishra Gram Panchayat
Bamunari, Dankuni, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **e-Tender No.: i) 015/e-NIT/RIS/2024 (Sl.- 1-15), ii) 016/e-NIT/RIS/2024 (Sl.- 1-12) & iii 017/e-NIT/RIS/2024 (Sl.- 1-2), Date: 11.01.2024.** Bid Submission Start Date: **22.01.2024 at 11:00 AM.** Bid Submission End Date (Online): **26.01.2024 up to 14:15 PM & 15:00 PM.** Bid Opening Date: **29.01.2024 at 09:00 AM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & under-signed GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal, Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs Dist. invites bids for Construction of Guest House **(NIT No.-11).** The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are **Rs. 2212207.00** respectively. The last bid submission date is **29-01-2024 till 01-00 am.** Visit to our GP Office for details.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

রামলালার নিরাপত্তায় 'ব্ল্যাক ক্যাট' বাহিনী!

অযোধ্যা, ১৩ জানুয়ারি: রামলালার নিরাপত্তায় ব্ল্যাক ক্যাট। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বাছাই করা ২০০ অফিসার এবং জওয়ানকে বেছে নেওয়া হয়েছে অযোধ্যার রামমন্দির পাহারাদার বাহিনীর জন্যে। যাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড' বা এনএসজি। সব ঠিক থাকলে আগামী ২২ জানুয়ারি মন্দির উদ্বোধনের আগেই দায়িত্ব নেবে বিশেষ বাহিনী।

যোগী আদিত্যনাথ সরকারের উদ্যোগেই পুলিশের এই বিশেষ বাহিনী গড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হরিয়ানার মানেসরে এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এনএসজি কমান্ডোরা। রামমন্দিরে যে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, এমনকী সন্ত্রাসবাদী হামলাও রুখে দেবে ২০০ আধিকারিক এবং জওয়ানের এই বাহিনী। বেচাল পরিস্থিতি দেখলেই কঠিন ব্যবস্থা নেবে জওয়ানরা। সাধারণত ভিভিআইপি এবং নাশকতার মোকাবিলা করে থাকে এনএসজি। একই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এই বাহিনীকেও। জানা গিয়েছে, তাদের পোশাকও 'ব্ল্যাক ক্যাট' কমান্ডোদের ধাঁচেই হচ্ছে।

উল্লেখ্য, অতীতে গুজরাতের অক্ষরধাম মন্দিরে হামলা হয়েছে। জঙ্গি হানার ঘটনা ঘটেছে অযোধ্যাতেও। সেই কথা মাথায় রেখেই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে পুলিশকর্মীদের। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, আমাদের আধিকারিক এবং জওয়ানদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী আমরা। বিশেষ প্রশিক্ষণ পাওয়ায় রামমন্দির হামলা হল তারাই শায়েস্তা করতে সক্ষম হবে জঙ্গিদের।

নেপালে দুর্ঘটনার কবলে কাঠমান্ডুগামী বাস, ২ ভারতীয়-সহ নিহত ১২ জন

কাঠমান্ডু, ১৩ জানুয়ারি: বিহারের সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী দেশ নেপালের দাং জেলার ভালুবাড়ে শুক্রবার রাতে একটি বাস দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে । এই দুর্ঘটনায় বাসটিতে থাকা ৩৫ জনযাত্রীর মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য যাত্রীরা আহত হয়েছেন। আহতদের ভালুবাড় হাসপাতালে চিকিৎসা চলেছে। তাঁদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার রাতে নেপালগঞ্জ থেকে কাঠমান্ডুগামী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাপ্তি গ্রামের পালিকা-১-এ অবস্থিত রাপ্তি সেতু থেকে নিচে পড়ে গেলে ১২জন মারা যান। নিহতদের মধ্যে দুই ভারতীয় নাগরিকও রয়েছেন। বাসে মোট ৩৫ জন যাত্রী ছিল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই নেপাল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। ১২ যাত্রীর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা পুলিশ অফিস, ডং এর ডিএসপি জনক বাহাদুর মল।

তাইওয়ানে শুরু হল প্রেসিডেন্ট ও সংসদীয় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব

তাইপেই সিটি, ১৩ জানুয়ারি: শনিবার তাইওয়ানে শুরু হয়েছে প্রেসিডেন্ট ও সংসদীয় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব। যার দিকে চোখ রয়েছে বিশ্বের। এই নির্বাচনে চিনের বিরুদ্ধে কলকাঠি নাড়ার অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যেই। বিশ্লেষকদের মতে, তাইপেইতে নিজের পছন্দের প্রেসিডেন্ট চাইছে বেজিং। 'বিপদ' আঁচ করতে পেরে কমিউনিস্ট দেশটিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা! স্বাভাবিক ভাবেই এই নির্বাচনকে ঘিরে ওয়াকিবহাল মহলে প্রবল উত্তেজনার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। চিন এই ভোটকে যুদ্ধ ও শান্তির মধ্যে নির্বাচন হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। ইওয়ানের বর্তমান শাসকদল ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি। প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন। এই দলটিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে মনে করে বেজিং। যদিও ওয়েন এবার ভোটে দাঁড়াতে পারেননি। কেননা পর পর দু'বার তিনি প্রেসিডেন্ট থেকেছেন।

তাইওয়ানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে পারেন তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট লাই চিং তে ওরফে উইলিয়াম লাই। তাঁর সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু চিন বার বার তাঁকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে তোপ দাগছে। এই পরিস্থিতিতে তাইওয়ানের প্রতিটি নাগরিককে ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আহ্বান

জানিয়েছেন লাই। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, প্রতিটি ভোট মূল্যবান। কেননা এই গণতন্ত্র অনেক কষ্টে অর্জন করেছে তাইওয়ান। এই পরিস্থিতিতে ভোটমুখী দ্বীপরাষ্ট্রে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছে চিন, এমনই অভিযোগ। বেজিংকে কড়া বার্তা দিয়েছে আমেরিকা। জানিয়ে দিয়েছে, তাইওয়ানের নির্বাচনে ওয়াশিংটন কোনও পক্ষ নেবে না। আবার ভোটপ্রক্রিয়ায় চিনের 'দাদাগিরি' ও মেনে নেবে না তারা।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে প্রথমবার সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল তাইওয়ানে। এবং তা সম্ভব হয়েছিল দশকের পর দশক ধরে চিনের কর্তৃত্ববাদ ও মার্শাল ল-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা দেশের সীমান্তরেখায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। কোনওভাবেই চিনের নজরদারি বেলুনকে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

ছেলের জন্য গলার চেইন বিক্রি করেছিলেন মা, সেই ছেলেই এখন ভারত জাতীয় দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুই টেস্টের জন্য গতকাল রাতে ১৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারত। নতুন মুখ হিসেবে এই স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ধ্রুব জুরেল। সব সংস্করণ মিলিয়েই উত্তর প্রদেশের ২২ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান প্রথম ডাক পেলেন জাতীয় দলে।লোকেশ রাহুলের ব্যাকআপ কিপার হিসেবে দলে ডাক পেয়েছেন জুরেল ও কে এস ভরত। এর মধ্য দিয়ে স্বপ্নপূরণ হলো জুরেলের। গত বছর ৫ এপ্রিল আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে 'ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড়' হিসেবে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। সে ম্যাচে জয়ের জন্য ৩০ বলে ৭৪ রান দরকার ছিল রাজস্থান রয়্যালসের। জেসন হোল্ডার থাকতে রাজস্থান কেন জুরেলকে মাঠে নামাল, তখন এ প্রশ্নও উঠেছিল। কিন্তু রাজস্থান সে ম্যাচে ৫ রানে হারলেও ১৫ বলে ৩২ রান করা জুরেল ঠিকই আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণের পথে সেটি ছিল বড় একটি ধাপ। এবার জাতীয় দলে সুযোগ দিয়ে নিজের উঠে আসার অবিশ্বাস্য গল্পের পূর্ণতা দিলেন জুরেল। ক্রিকেটার হয়ে ওঠার পথে জুরেল যখন যেখানে যেভাবে যে সুযোগই পেয়েছেন, সেটাই কাজে লাগিয়েছেন। ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নেতৃত্ব দিয়ে ২০১৯ এশিয়া কাপ জেতানো এই ক্রিকেটার ক্যারিয়ারের ছয় নম্বর প্রথম শ্রেণির ম্যাচেই ২৪৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন। অথচ শৈশবের এক দুর্ঘটনায় তাঁর ক্রিকেটারই হওয়ার কথা ছিল না! ৫ বছর বয়সে আগ্রায় বাসের চাকার তলে পড়েছিল তাঁর বাঁ পা। প্লাস্টিক সার্জারি করাতে হয়েছিল। বাবা নেম সিং জুরেল কারগিল যুদ্ধের বীর, ক্রিকেটার হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখার আগে বাবার মতো সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন জুরেল।

গত বছর এপ্রিলে ইএসপিএনক্রিকইনফোকে নিজের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার গল্প বলেছিলেন তিনি। বাবার বিষয়ে সেখানেই বলেছেন, 'আমার বাবা সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। ক্রিকেট খেলায় কখনো আমাকে তিনি সমর্থন দেননি। চেয়েছিলেন সরকারি চাকরি করব, ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে।' এ নিয়ে মজার এক গল্পও বলেছেন জুরেল, 'একদিন তিনি (বাবা) সংবাদপত্র পড়ার সময় হঠাৎ করেই বললেন, ততোমার নামেই এক ক্রিকেটার আছে, যে অনেক রান করেছে।দ আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম। সেই ক্রিকেটারটি যে আমি, সেটা তাকে কীভাবে বলব বুঝতে পারছিলাম না। তিনি আমাকে ক্রিকেট ছাড়তে বলতে পারেন, সেই ভয়টা ছিল।'

ক্রিকেটই যে তাঁর ভবিষ্যৎ, সেটা বুঝতে জুরেলের বেশি দিন লাগেনি। তবে ১৪ বছর বয়সে কঠিন বাস্তবতারও মুখোমুখি হয়েছিলেন। মা,বাবাকে ক্রিকেট খেলার সরঞ্জাম কিনে দিতে বলেছিলেন। এর জবাবে তাঁকে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে বলেছিলেন বাবা। কিন্তু মায়ের মন মানেনি। ছেলের ইচ্ছাপূরণে গলার সোনার চেইন বিক্রি করেছিলেন মা। জুরেলের মুখেই শুনুন সে গল্প, 'বাবাকে বলেছিলাম একটি কাশ্মীরি উইলো ব্যাট কিনে দিতে। দাম ছিল ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার রুপি, আমাদের জন্য বেশ দামি। বাবা ব্যাটটা কিনে দিলেও দামের কারণে ক্রিকেট খেলার পুরো সরঞ্জাম কিনে দিতে পারেননি। আমি নিজেকে বাথরুমে আটকে বলেছিলাম, সব সরঞ্জাম কিনে না দিলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব। এতে আমার মা আবেগতাড়িত হয়ে গলার সোনার চেইন বাবার হাতে তুলে দিয়ে সেটা বিক্রি করে খেলার সরঞ্জাম কিনে আনতে বলেন। সে সময় খুব উত্তেজনা বোধ করলেও বড় হওয়ার পর বুঝেছিলাম, এটা ছিল অনেক বড় ত্যাগ।'

আগ্রার বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ভালো করে বেড়ে উঠলেও ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পাননি জুরেল। ২০১৭ সালে মেরুতে ইউপিসিএ ভৈভব মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টের ফাইনালে ৩৮ বলে ৮৭ রানের ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ান জুরেল। নির্বাচকেরা তাঁকে রাজ্য দলের হয়ে খেলার জন্য বাছাই করেন। ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের রানার্সআপ হওয়ার পথে সহ,অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। সে বছর আইপিএল নিলামে তাঁর অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সতীর্থদের (যশস্বী জয়সোয়াল, কার্তিক তিয়াগি, রবি বিশ্নোই) কয়েকজন বড় দল পান। কিন্তু জুরেল নিলামে অংশ নেননি।

পরের বছর নিলামে অংশ নিলেও কেউ তাঁকে কেনেনি। কিন্তু জুরেল ভেঙে পড়েননি। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আয় করা টাকা দিয়ে নিজের বাসাই জিম বানিয়ে শরীরের ফিটনেস ঠিক রেখেছিলেন। ২০২২ সালে এসে ফল পান। মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলিকে আদর্শ মানা এবং এবি ডি ভিলিয়ার্সের ভক্ত জুরেলকে দলভুক্ত করে রাজস্থান। এরপর বাকি পথটা ধরে ভারত জাতীয় দলে উঠে আসতে তাঁর আর সমস্যা হয়নি।

গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারত 'এ' দলের হয়ে চার দিনের ম্যাচে অর্ধশতক করেন জুরেল। ১৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১৯ ইনিংসে ৪৬.৪৭ গড়ে তাঁর রান ৭৯০। লোকেশ রাহুল দলে থাকায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একাদশে জুরেলের জায়গা পাওয়ার সুযোগ সামান্যই। তবে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াকে আপাতত স্বপ্নপূরণ তো বলাই যায়!

পাঁচ ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি হায়দরাবাদে।

দুই হাত নেই, আমিরের ব্যাটিং দেখে তবু মুগ্ধ শচীন

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'অসম্ভবকে সম্ভব করেছে আমির। এটা (ভিডিও) দেখে আমি খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছি। এটা খেলার প্রতি তার ভালোবাসা এবং সে জন্য তার আত্মত্যাগেরই প্রকাশ। আশা করি, একদিন তার সঙ্গে দেখা করে তার নাম লেখা একটি জার্সি নেওয়ার সুযোগ হবে।

খেলাটিকে ভালোবাসা লাখ লাখ মানুষকে প্রেরণা দেওয়ার এই কাজটা দারুণ';সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স',এ শচীন টেন্ডুলকারের পোস্ট। পোস্টটি তিনি দিয়েছেন ভারতীয় বার্তা সংস্থা 'এএনআই',এর একটি ভিডিও শেয়ার করে। ভিডিওতে দেখা যায়, টেন্ডুলকারের নামাঙ্কিত ভারতীয় দলের জার্সি পরা একজন কংক্রিটের নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন। লোকটির দুই হাতের কোনোটিই নেই!

ভিডিওটি না দেখে থাকলে প্রশ্ন করতেই পারেন;হাত নেই, তাহলে ব্যাট করছেন কীভাবে? ৩৪ বছর বয়সী আমির হোসেইন লোনের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসাটা লুকিয়ে এই প্রশ্নের উত্তরেই। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের ওয়াঘামা গ্রামে জন্ম আমিরের।

এখন তিনি জম্মু ও কাশ্মীর প্যারা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। বাবার কারখানায় ৮ বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় দুই হাত হারিয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে কী না হয়! ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা থেকেই নিজের শারীরিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও খেলার উপায় বের করে নিয়েছেন আমির। ২০১৩ সালে পেশাদার ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করা আমির বল করেন পা দিয়ে, ব্যাটিং করেন কাঁধ ও ঘাড় দিয়ে ব্যাট ধরে!

বাকি গল্প বলার আগে তাঁর ব্যাট করার ধরনটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক। কাঁধ ও ঘাড় দিয়ে ব্যাটের হাতল চাপ দিয়ে ধরে স্ট্যান্স নেন আমির। চোস্ত ব্যাটসম্যানের মতোই সামনে পা নিয়ে ব্যাট করেন। তখন আমিরকে দেখতে পরিপূর্ণ ব্যাটসম্যানের চেয়ে কম কিছু মনে হয় না! বিশেষ করে তাঁর সামনের পায়ের ডিফেন্স। ব্যাটের হাতলটা কাঁধ ও ঘাড়ের চাপে ধরা থাকে বলে স্বাভাবিক ব্যাটসম্যানদের মতো সব শট যে খেলতে পারেন না, সেটা না বললেও চলে। ভাগ্যই তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি।

তবে এই দুর্ভাগ্যের জন্য আমির জীবনের ব্যাপ্তি ছেঁটে ফেলেননি। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, আমিরের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা এবং এই খেলায় তাঁর প্রতিভা প্রথম আবিষ্কার করেন এক শিক্ষক। এরপর সেই শিক্ষক তাঁকে প্যারা ক্রিকেটের (শারীরিক প্রতিবন্ধী) সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নিজের জীবন নিয়ে এএনআইকে আমির বলেছেন, 'দুর্ঘটনার পর আমি আশা হারাইনি। কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি নিজেই সব করতে পারি। কারও ওপর নির্ভরশীল নই। দুর্ঘটনার পর কেউ আমাকে সাহায্য করেনি, এমনকি সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য পাইনি। তবে পরিবার সব সময়ই আমার সঙ্গে ছিল।'

আমিরকে কাঁধ ও ঘাড়ের সাহায্যে তাঁকে ব্যাটিং করতে দেখে অবাক হন অনেকে। এ নিয়ে আমির বলেছেন, '২০১৩ সালে দিল্লিতে আমি জাতীয় পর্যায়ে খেলেছি। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলি। এরপর আমি নেপাল, শারজা ও দুবাইয়ে খেলেছি। পা (বোলিং) এবং কাঁধ ও ঘাড়ের ব্যবহারে (ব্যাটিং) খেলতে দেখে সবাই খুব অবাক হতো। ক্রিকেট খেলার এই শক্তি দেওয়ার জন্য আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই।'

আমির জানিয়েছেন, তিনি যেখানেই খেলতে যান, সবার প্রশংসা পান, 'আমি সব জায়গাতেই আমার খেলার প্রশংসা শুনেছি। এটা সৃষ্টিকর্তার অবদান। তিনি আমাকে কঠোর পরিশ্রমের ফল দিয়েছেন। পা দিয়ে বল করা খুবই কঠিন, কিন্তু আমি সে দক্ষতা অর্জন করেছি। আমি নিজেই সব কাজ করি এবং সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্য কারও ওপর নির্ভরশীল নই।'

আমির জানিয়েছেন, ভারতের প্রযোজনা সংস্থা পিকল এন্টারটেইনমেন্ট তাঁর জীবন নিয়ে একটি সিনেমা বানাচ্ছে, 'পিকল এন্টারটেইনমেন্ট আমার জন্য সিনেমা বানাচ্ছে। দিন,তারিখ শিগগিরই জানানো হবে। একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেখানে ভিকি কুশলও (অভিনেতা) ছিলেন এবং তারা আমার অভিযাত্রা শুনে অবাক হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আমার জন্য সিনেমা বানাবেন।' নিজের এবং দলের সবার পছন্দের ক্রিকেটারের নামও জানিয়েছেন আমির, 'শচীন টেন্ডুলকার ও বিরাট কোহলি আমাদের পছন্দের ক্রিকেটার। সৃষ্টিকর্তা চাইলে দ্রুতই তাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

২ গোলে হার ভারতের, মেসির বিশ্বকাপ মঞ্চে নজর কেড়ে নিল সুনীলদের ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অঘটনের স্বপ্ন কেউই দেখেননি। শনিবার এশিয়ান কাপের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে যে ভারত হারবে এটা নিয়ে অতি বড় ফুটবলপ্রেমীর মনেও সন্দেহ ছিল না। বরং কত গোলে হারবে তা নিয়ে অনেকে বাজি ধরেছিলেন। তবে শনিবার কাতারের দোহার আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়ামে যে লড়াই দিল ইগর স্তিমাচের দল তা অনেক দিন মনে রাখার মতো। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ২-০ গোলে জিতে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়লেও ভারত যথেষ্ট লড়াই করেছে।

স্তিমাচ নিজে ডিফেন্ডার ছিলেন। তাই ভালই জানেন, রক্ষণ শক্তিশালী না হলে কোনও প্রতিযোগিতাই জেতা যায় না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রক্ষণ জমাট রাখাই ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই পরীক্ষা সসম্মানে পাস তারা। প্রথমার্ধে ভারত যে গোল করতে দেবে না অস্ট্রেলিয়াকে, এটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। শুধু তাই নয়, গোল করেও দিতে পারতেন সুনীল ছেত্রীরা। তবে বুদ্ধিতেই টেক্কা দিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথমার্ধে প্রচুর কর্নার পেলেও গোল করতে পারেননি হ্যারি সাউটাররা। ভারতের রক্ষণে ভিড় দেখে তাঁরা মেপে নিতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে অস্ট্রেলিয়ার আসল খেলা বেরিয়ে এল। গতিতেই পরাস্ত করে দিল ভারতীয়দের।

এশিয়ান কাপের ইতিহাসে প্রথম দেখা গেল মহিলা রেফারি। সেটাও আবার ভারতের ম্যাচেই। ফলে এই ম্যাচ থেকে গেল ইতিহাসের পাতায়। দোহায় প্রচুর প্রবাসী ভারতীয় থাকেন। তাঁরা ভিড় করেছিলেন ম্যাচ দেখতে। স্টেডিয়ামে ৪০ হাজারের বেশি দর্শক ছিল, যার বেশির ভাগই ভারতের। সুনীলেরা আক্রমণে উঠতেই চিৎকার করছিলেন তারা। গোটা ম্যাচেই সেই চিৎকার শোনা গিয়েছে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণ শানাতে থাকে ভারত। রক্ষণ যেমন জমাট ছিল তেমনই ভাল খেলছিল মিডফিল্ড। সুরেশ ওয়াংজাম, নিখিল পূজারির সৌজন্যে কয়েক বার ভাল মুভও তৈরি করেছিল তারা। ভাল খেলছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেও। ৯ মিনিটের মাথায় বাঁ দিক থেকে তাঁর ক্রস ভেসে এসেছিল মনবীর সিংহের উদ্দেশে। সেই বলে মাথা ঠেকাতে পারেননি মোহনবাগানের ফুটবলার। ১৬ মিনিটের মাথায় আবার চলে আসে সুযোগ। এ বার ডান দিক থেকে অনেকটা দৌড়ে এসে বল ভাসিয়েছিলেন পূজারি। অস্ট্রেলিয়ার দুই ডিফেন্ডারকে টপকে বল পৌঁছয় সুনীলের মাথায়। তিনি জায়গায় ছিলেন না। তবু মরিয়া হয়ে হেড করেছিলেন। গোলের কিছুটা পাশ দিয়ে সেই বল বেরিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার পায়েই বলের নিয়ন্ত্রণ ছিল। মাঝমাঠ থেকে শুরু হচ্ছিল তাদের আক্রমণ। কিন্তু ভারতের ডিফেন্ডারদের পায়ের জঙ্গল টপকাতে পারেনি তারা। কখনও সন্দেশ, কখনও দীপক টাংরি আটকে দিচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রচেষ্টা। শারীরিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও ভারতের ফুটবলারদের মধ্যে কোনও রকম খামতি লক্ষ করা যায়নি। তাঁরা চোখে চোখ রেখে লড়েছেন।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোল করে অস্ট্রেলিয়া। বাঁ দিক থেকে ক্রস ভেসে এসেছিল। গোলকিপার গুরপ্রীত বল না ধরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। বক্সের মাথায় দাঁড়িয়েছিলেন জ্যাকসন ইরভিন। তিনি বল রিসিভ করে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন। সেই গোলের নেপথ্যে গুরপ্রীতকে দোষ দিলে ভুল হবে না। তিনি বলটি যদি ধরতেন বা আরও দূরে ফিস্ট করে দিতেন, তা হলে গোল হতই না। তাঁর ফিস্ট গেল অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলারের পায়ে। গোলের সন্ধানে থাকা অস্ট্রেলিয়া সুযোগ নষ্ট করেনি।

ওই গোল খেয়েই কিছুটা দমে গেল ভারত। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ফুটবলারদের দমের ঘাটতি। উল্টো দিকে, অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলারেরা আরও চনমনে হয়ে উঠছিলেন। গতিতে বারেবারেই পরাস্থ করছিলেন ভারতকে। সেই গতিতেই বাজিমাত করলেন রিলি ম্যাকগ্রি। ডান দিক থেকে গতিতে লালেংমাউইয়া রালতেকে পরাস্ত করে নীচু বল বাড়ালেন বক্সে। অরক্ষিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা জর্ডান বস অনায়াসে বাঁ পায়ের টোকায় গোল করেন। সামনে মনবীর থাকলেও তিনি বসকে আটকানোর চেষ্টাই করেননি।

বেকেনবাওয়ারকে শ্রদ্ধা জানানোর রাতে কেইনের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'কাইজার'খ্যাত কিংবদন্তি ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারের মৃত্যুর পর প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। আলিয়াঞ্জ এরিনায় গতকাল রাতে বায়ার্ন-হফেনহেইম ম্যাচজুড়েই ছিলেন বেকেনবাওয়ার। নানাভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে। বায়ার্ন খেলোয়াড়দের জার্সির সামনের অংশে লেখা ছিল 'ডানকে ফ্রাঞ্জ', বাংলায় যার অর্থ 'ধন্যবাদ ফ্রাঞ্জ'। ম্যাচের আগে মাঠে উপস্থিত ৭৫ হাজার দর্শক ও খেলোয়াড়েরা এক মিনিট নীরবতার মধ্য দিয়ে স্মরণ করেন কিংবদন্তিকে।

বায়ার্ন এদিন অনুশীলনও করেছে বেকেনবাওয়ারের আইকনিক ৫ নম্বর জার্সি পরে। ম্যাচ শুরুর আগে খেলোয়াড়েরা মাঠে নামার সময় শোনা যায় ১৯৬০,এর দশকে বেকেনবাওয়ারের রেকর্ড করা গান 'গুটে ফ্রেউনডে'ও।

খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জেতা বেকেনবাওয়ারকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন বায়ার্নের বেশ কয়েকজন সাবেক ফুটবলারও। বায়ার্ন তারকা থমাস মুলার বলেছেন, 'সঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া কঠিন। শুধু বায়ার্ন পরিবারেই নয়, বিশ্বজুড়ে সবার কাছ থেকে বেকেনবাওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছেন।'

আবেগপ্রবণ এই রাতে বায়ার্ন অবশ্য নিজেদের সেরা ফুটবল খেলতে পারেনি। এরপরও অবশ্য ৩-০ গোলের বড় জয় পেতে খুব একটা সমস্যা হয়নি তাদের। আর এই রাতে বায়ার্নের হয়ে গোল করে আরও একটি রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন হ্যারি কেইন। ম্যাচের ৯০ মিনিটে লক্ষ্য ভেদ করেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার, যা তাঁকে অর্ধেক মৌসুম শেষে সর্বোচ্চ গোল করার রেকর্ডে রবার্ট লেভানডফস্কির পাশে বসিয়েছে। ১৬ ম্যাচে কেইনের গোল এখন ২২টি।

কেইনের রেকর্ডছোঁয়া গোলের আগেই অবশ্য জোড়া গোলে বায়ার্নের জয় নিশ্চিত করেন জার্মান মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালা। ম্যাচে ১৮ মিনিটে দারুণ এক শটে গোল করে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন মুসিয়ালা। আর দ্বিতীয়ার্ধের ৭০ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেছেন এই তরুণ মিডফিল্ডার।

ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ম্যাচে জোড়া গোল করা মুসিয়ালা বলেছেন, তারা ম্যাচটি বেকেনবাওয়ারের জন্যই জিততে চেয়েছেন, 'তিনি বায়ার্নের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আমরা তাঁর জন্য জিততে চেয়েছি। তিনি আমার সময়ের অনেক আগের। কিন্তু আমি ভিডিওতে যা দেখেছি, যা শুনেছি, তিনি একজন কিংবদন্তি।'

জেতার পরও অবশ্য পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠতে পারেনি বায়ার্ন। ১৬ ম্যাচে ১৩ জয়, ২ ড্র এবং ১ হারে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে বায়ার্ন। সমান ম্যাচে ১৩ জয় ও ৩ ড্রয়ে শীর্ষে থাকা বায়ার লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৪২।

এক পাইলটের ব্যাটে জিম্বাবুয়ের প্রথম ত্রিশতক

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তুম নাকভি, নামটা শুনেছেন কখনো? বোধ হয় না। মন খারাপ করার কিছু নেই। ক্রিকেটের আঙিনাতেও খুব পরিচিত কেউ নন তিনি। এক্সে তাঁর অনুসারী ৫৮৮ জন। ইনস্টাগ্রামে আরও কম; ৫০৭।

তবে এবার তিনি যে কীর্তি গড়েছেন তাতে অনুসারীর সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বাড়ার কথা। পরিচিতিও। জিম্বাবুয়ের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট লোগান কাপের ম্যাচে অপরাজিত ৩০০ রানের ইনিংস খেলেছেন নাকভি। যা জিম্বাবুয়ের কোনো দলের হয়ে যে কোনো ধরনের স্বীকৃত ক্রিকেটে প্রথম ত্রিশতক।

নাকভির জন্ম জিম্বাবুয়েতে নয়, বেলজিয়ামে। পড়াশোনা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। তিনি আবার বাণিজ্যিক পাইলটও। আর এই পরিচয়টা তিনি দিতেও পছন্দ করেন। সে কারণেই তো এক্স, ইনস্টাগ্রামে ক্রিকেটার পরিচয়ের সঙ্গে পাইলটও পরিচয় দেওয়া আছে। তবে ক্রিকেটটাও যে বেশ ভালোই খেলেন, সেটির অন্যতম প্রমাণ মিড ওয়েস্ট রাইনোজের অধিনায়ক তিনি।

নাকভি দ্বিতীয় প্রবাসী ক্রিকেটার যিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ত্রিপল সেঞ্চুরি করলেন। এর আগে ১৯৩২ সালে পানামায় জন্ম নেওয়া জর্জ হেডলি জ্যামাইকার হয়ে অপরাজিত ৩৪৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন।

কাল হারারেতে লোগান কাপে মাটাবেলেল্যান্ড টাস্কার্সের বিপক্ষে মিড ওয়েস্ট রাইনোজের হয়ে যখন নাকভি তৃতীয় দিন ব্যাটিং করতে নামেন ততক্ষণে তাঁর ২৫০ রান ছাড়িয়ে গেছেন। এরপর মধ্যাহ্নভোজের আগেই তিনি ছক্কা মেরে ৩০০ রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন। ৪৪৪ মিনিট ক্রিজে কাটিয়ে ২৯৫ বলে ৩০০ রানের ইনিংসটিতে ছিল ৩০টি চার ও ১০ ছয়। ত্রিশতক হওয়ার পরপরই ইনিংস ঘোষণা করে দেয় মিড ওয়েস্ট রাইনোজ।লোগান কাপে সর্বোচ্চ ২৬৫ রানের রেকর্ড ছিল সেফাস ঝুয়াওয়ের। ২০১৭-১৮ মৌসুমে এই ইনিংসটি খেলেছিলেন তিনি। জিম্বাবুয়ের কোনো ব্যাটসম্যানের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছিল ২৭৯। ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে দক্ষিণ আফ্রিকার কুরি কাপে অপরাজিত ইনিংসটি খেলেছেন রে গ্রিপার। প্রতিনিধিত্বমূলক ক্রিকেটে জিম্বাবুয়ের সর্বোচ্চ ইনিংসের কীর্তি ব্রায়ান ডেভিসনের ছিল ২৯৯। লোগান কাপেই ইনিংসটি তিনি খেলেছিলেন ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে। যদিও তখন এই টুর্নামেন্টের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা ছিল না।নাকভি অবশ্য জিম্বাবুয়েতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের রেকর্ড অল্পের জন্য যদিও ছুঁতে পারেননি। ২০০০-০১ মৌসুমে জিম্বাবুয়ে সফরে গিয়ে ৩০৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন নিউজিল্যান্ডের মার্ক রিচার্ডসন। সেটা হয়তো সহজেই ছাড়িয়ে যেতে পারতেন তিনি। তবে ৩ উইকেটে ৫৩৮ রান করে নাকভি নিজেই। তারা লিড নিয়েছিল ৪১০। এখন পর্যন্ত মাটাবেলেল্যান্ড টাস্কার্সের সংগ্রহ ৪ উইকেটে ২০৬ রান।

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ সফরকে বাড়তি গুরুত্ব অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার কথা। বাংলাদেশ এবার আয়োজক। সে জন্য বাংলাদেশের কন্ডিশন, উইকেট এসব ব্যাপারে আগেভাগে জেনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে চায় অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেট দল।

আইসিসির ভবিষ্যৎ সফরসূচির (এফটিপি) অংশ হিসেবে মেয়েদের আইপিএল শেষ হওয়ার পর মার্চের শেষ দিকে বাংলাদেশ সফরে এসে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। আর তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সফরকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল।

উইংয়ের প্রধান ও জাতীয় নির্বাচক

২৪ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডে সিরিজ খেলার পাশাপাশি একটি টেস্টও খেলবে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশের কন্ডিশন সমন্ধে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা নিতে এ টুর্নামেন্টের আগে বাংলাদেশ সফরে নির্ধারিত সূচিকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। এই সিরিজ শুরুর দিন-তারিখ এখনো নির্ধারিত হয়নি। প্রথমবারের মতো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। এর আগে মেয়েদের ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ এসেছিল অস্ট্রেলিয়া।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) নারী উইংয়ের প্রধান নির্বাচক শন ফ্লেগলার এ নিয়ে বলেছেন, 'বাংলাদেশের ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হবে। সেখানে উইকেট কেমন আচরণ করে, সফরে আমাদের খোঁজখবর নেওয়ার অংশ থাকবে এগুলো।'

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, বাংলাদেশের কন্ডিশন বুঝে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করবে অস্ট্রেলিয়া দল। তবে একটি ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত স্কোয়াড যেটাই হোক, সেখানে স্পিনারদের কোনো অভাব থাকবে না।

তিন স্পিনার অ্যাশলে গার্ডনার, জর্জিয়া ওয়ারেহাম ও জোনাসেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার দলে আছেন। আরেক স্পিনার অ্যালানা কিং টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ না পেলেও ফিরবেন ওয়ানডে সিরিজে। বাঁহাতি স্পিনার সোফি মোলিনাক্সের ফেরাও স্কোয়াডের শক্তি বাড়িয়েছে। স্পিনারদের নিয়ে ফ্লেগলার বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একজন বাঁহাতি স্পিনার পাওয়া নিজেদের জন্যই ভালো। দলে যে পরিমাণ স্পিনার আছে, তাতে আমরা আশীর্বাদপুষ্ট।

ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী কোচ পাহেইরা ক্যানসারে আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি কোচ কার্লোস আলবার্তো পাহেইরা। চার মাস ধরে হজকিন লিম্ফোমা (দ্রুত বর্ধনশীল ও আক্রমণাত্মক রক্তের ক্যানসার, যা প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু উভয়কেই প্রভাবিত করে) রোগের চিকিৎসা নিচ্ছেন ১৯৯৪ সালে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতানো এই কোচ।

পাহেইরা লিম্ফোমা ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার খবরটি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ)। বিবৃতিতে পাহেইরাকে চার মাস ধরে কেমোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। চিকিৎসায় তাঁর শরীর দারুণভাবে সাড়া দিচ্ছে বলেও জানানো হয়।

সিবিএফের বিবৃতিতে বলা হয়, 'ব্রাজিলের চতুর্থ বিশ্বকাপজয়ী কোচের পরিবার এবং সামারিতানো হাসপাতালের চিকিৎসক দলের যাঁরা তার সঙ্গে আছেন, তাঁরা জানিয়েছেন, চিকিৎসার সঙ্গে পেরেইরার স্বাস্থ্য ইতিবাচকভাবে উন্নতি লাভ করছে।'

এ সময় যাঁরা পাহেইরার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন এবং উদ্বেগ দেখিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদও দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। কনফেডারেশনের এ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'ব্রাজিলিয়ান সমর্থকদের পক্ষ থেকে সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ প্রফেসর পাহেইরা দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।'

কোচ হিসেবে কিংবদন্তি পাহেইরা ঘানার জাতীয় দল নিয়ে ১৯৬৭ সালে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। ১৯৭০ সালের বিশ্বকাপ জেতা ব্রাজিল দলে ফিটনেস কোচের দায়িত্ব পালন করেন পাহেইরা। এরপর ফ্লুমিনেন্স ও কুয়েত হয়ে তিনি প্রথমবারের মতো ব্রাজিল দলের দায়িত্ব নেন ১৯৮৩ সালে। প্রথম দফায় মাত্র ১৪ ম্যাচ কোচ হিসেবে ব্রাজিলের ডাগআউটে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

পাহেইরা দ্বিতীয় দফায় ব্রাজিলের দায়িত্ব নেন ১৯৯১ সালে। এ দফায় ব্রাজিলকে ২৪ বছর পর ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপও এনে দেন। এরপর তৃতীয়বারের মতো কোচ হন ২০০৩ সালে। তবে এ দফায় বিশ্বকাপে দলকে আর সাফল্য এনে দিতে পারেননি অভিজ্ঞ এই কোচ। ২০০৬ সালে বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর পদ ছাড়েন পাহেইরা। ব্রাজিল ছাড়াও তিনি ক্যারিয়ারে ১৫,এর বেশি দলের কোচিং করিয়েছেন। ২০১০ সালের জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচিং থেকে অবসরে যান।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**